POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَا تَهِنُوا
وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ○

তোমরা শিথিল হইও না,এবং দুঃখিত হইও না; যদি তোমরা মোমেন হও, তাহা হইলে তোমরাই প্রবল থাকিবে।

(আলে ইমরান:১৪০)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 42
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 17 অক্টোবর, 2019 17 সফর 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আল্লাহ্ তা'লা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর যুগকে ঘোর অন্ধকার এবং পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আর সমগ্র পৃথিবীকে পথভ্রষ্টতা, অনাচার ও দুরাচারের মেঘে আচ্ছন্ন দেখলেন। সেই সময় তিনি এই অন্ধকার দূর করতে এবং পথভ্রষ্টতাকে পথনির্দেশনায় পরিবর্তিত করতে ফারান পর্বতের চূড়ায় এক আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

কুরআন করীমের নাম 'যিকর' বা স্মারক রাখার কারণ

এখন দেখ কুরআন করীমের নাম 'যিকর' রাখা হয়েছে, কারণ তা মানুষের অভ্যন্তরীণ বিধানকে স্মরণ করায়। কুরআন কোনও নতুন শিক্ষা নিয়ে আসে নি, মানুষের অভ্যন্তরীণ বিধানকেই স্মরণ করিয়েছে, যা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিরূপে নিহিত রয়েছে। ক্ষমাপরাণতা,দয়ার্দ্রতা, ত্যাগ, বীরত্ব, পরাক্রম, ক্রোধ, পরিতোষ ইত্যাদি গুণ মানুষের মধ্যে রয়েছে। মোটকথা, মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি রয়েছে, কুরআন সেটিকেই স্মরণ করিয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন- فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (সূরা আল ওয়াকেয়া, আয়াত: ৭৯)

অর্থাৎ মানব-প্রকৃতির ফলকে, যে পুস্তক লুক্কায়িত ছিল, যাকে প্রত্যেক ব্যক্তির দেখার ক্ষমতা ছিল না। অনুরূপভাবে এই গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে 'যিকর' বা স্মারক, যাতে এটি পাঠ করা হলে আমাদের অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহ এবং সেই স্বর্গীয় জ্যোতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, যা মানুষের অন্তরে প্রতিস্থাপিত রয়েছে। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীম প্রেরণ করে স্বয়ং একটি আধ্যাত্মিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, যাতে মানুষ সেই তত্ত্বজ্ঞান ও সত্য এবং আধ্যাত্মিক নিদর্শন সম্পর্কে অবগত হয়, পূর্বে যে বিষয়ে সে অজ্ঞ ছিল। কুরআনের পরম উদ্দেশ্য হল-

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (সূরা আল বাকারা,আয়াত: ৩)

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মানুষের কাছে এই সত্য বিস্মৃত। কুরআনকে কেবল কতিপয় কেচ্ছা-কাহিনীর সমষ্টি বলে মনে করা হয়। আর আরবের পৌত্তলিকদের ন্যায় চরম অনিহা ও দাম্ভিকতাসহকারে কুরআনকে তারা অতীতের কল্প-কাহিনী আখ্যা দিয়ে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সেই যুগ ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের, কুরআন অবতরণের। তিনি এসেছিলেন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া শক্তিসমূহকে স্মরণ করিয়ে দিতে। এখন সেই যুগ সমাগত যার সম্পর্কে তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্দাণী করেছিলেন যে সেই সময় মানুষ কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নীচে নামবে না। এখন তোমরা নিজেদের চোখে মানুষকে দেখছ তারা কুরআন কিরূপ সুললিত কণ্ঠে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করছে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠের গভীরে প্রবেশ করছে না। এই কারণেই কুরআন সেই প্রারম্ভিক যুগে মানুষের অভ্যন্তরের নিগূঢ় সহজাত বৈশিষ্ট্যসমূহ ও বিস্মৃত সত্যের স্মৃতি ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশে এসেছিল, যার অন্য নাম 'যিকর' বা স্মারক।

এ যুগেও স্বর্গলোক থেকে একজন শিক্ষকের আগমণ ঘটেছে

آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (সূরা জুমা, আয়াত: ৪) আয়াতটির সত্যায়ন হয়েছে। সেই ব্যক্তিই তোমাদের মাঝে কথা বলছে। আমি পুনরায় রসুল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলছি, তিনি এই যুগ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে মানুষ কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নীচে পৌঁছবে না। এখন আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা, না, বরং আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনকারী এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশাবলীর প্রতি অমনোযোগীরা গলা সঙ্কুচিত করে 'يٰعِيسٰى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৫৬, এবং فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (সূরা মায়েদা, আয়াত: ১১৮), কুরআনের এই আয়াতগুলি বিচিত্র ভঙ্গিতে পাঠ করে। কিন্তু তারা এগুলির প্রকৃত অর্থ বোঝে না। এর থেকেও পরিতাপের বিষয় এই যে, যদি কোনও হিতোপদেশ দানকারী বোঝাতে চায়, তবু তারা বুঝবার চেষ্টাও করে না। না করুক, কিন্তু অন্ততপক্ষে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তো একবার কর্ণপাত করা উচিত। কিন্তু কেন শুনবে? এর জন্য তো তাদের শোনার মত কান থাকতে হবে, ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে আর অপরের বিষয়ে সুধারণা পোষণ করতে হবে। যদি না খোদা তা'লা নিজ কৃপাগুণে জগতের প্রতি মনোনিবেশ করতেন, তবে এযুগের অপরাপর ধর্মের ন্যায় ইসলামও এক নিষ্প্রাণ কল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হত। একটি মৃত ধর্ম কাউকে জীবনদান করতে পারে না। কিন্তু ইসলাম আজকের দিনেও জীবন দান করতে প্রস্তুত। কিন্তু খোদা তা'লার চিরায়ত রীতি, কোনও কাজ তিনি উপকরণ ব্যাতিরেকে সম্পাদন করেন না। আমরা সেই উপকরণ প্রত্যক্ষ করতে পারি বা নাই পারি, সেকথা ভিন্ন। কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবে উপকরণ অবশ্যই থাকে। এভাবেই স্বর্গলোক থেকে জ্যোতি অবতীর্ণ হয় যা পৃথিবীতে পৌঁছে উপকরণের রূপ ধারণ করে। আল্লাহ্ তা'লা যখন আঁ হযরত (সা.)-এর যুগকে ঘোর অন্ধকার এবং পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আর সমগ্র পৃথিবীকে পথভ্রষ্টতা, অনাচার ও দুরাচারের কালো মেঘে আচ্ছন্ন দেখলেন, সেই সময় তিনি এই অন্ধকার দূর করতে এবং পথভ্রষ্টতাকে পথনির্দেশনায় পরিবর্তিত করতে ফারান পর্বতের চূড়ায় এক আলোকোজ্জ্বল প্রদীপ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব ঘটল।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭১-৮৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

অনেকে কর্মী হিসেবে কাজ করলে তারা বরং অন্য কোনও কাজের সন্ধান করুক। এমন মানুষদের দুই-তিন মাসের অব্যহতি দেওয়া যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি মদ গুদামে থাকে, আর সেখানকার কর্মীরা সরাসরি তাতে যুক্ত না থাকে, যেমন মুদিখানার দোকানে ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করে, তবে সে ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু যদি সরাসরি নিজের হাতে বিক্রি করে, তবে সে ঐ কাজের সঙ্গে যুক্ত বলে বিবেচিত হবে। সে যদি এমন দোকানে থাকে যেখানে মদ বিক্রি হয় না, তবে তো কোনও অসুবিধে নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যাই হোক যারা এই কাজে লিপ্ত, তাদের কাছে চাঁদা নিবেন না, তাদেরকে কোন পদ দিবেন না। কর্মী হিসেবে কাজ করতে পারে, যাতে সম্পর্ক বজায় থাকে। এমন ব্যক্তি কোন বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।

একজন মুবাল্লিগ বলেন, যদি মগরিবের নামায দেরি করে পড়ি, এরপর দরস এবং পরে এশার নামায হয়, তবে জামাতের সদস্যদের জন্য সুবিধা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আঁ হযরত (সা.)-এর রীতি ছিল প্রথম সময়ে নামায পড়ার। যদি উদ্দেশ্য সৎ থাকে, তবে ভাল, বিলম্ব করে অন্য সময়ে পড়া যেতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে এশার সময়ে না চলে যায়।

হুযুর আনোয়ার একটি প্রশ্নের উত্তরে জামাত থেকে নিষ্কৃত ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, কেবল নামায পড়তে এলে অসুবিধে নেই, অবশ্যই আসবে। কিন্তু কর্মী হিসেবে তার দ্বারা কোনও জামাতী কাজ নিবেন না। আমরা তাকে আহমদীয়াত থেকে বের করে করি নি, বরং জামাতের ব্যবস্থাপনা থেকে বের করেছি মাত্র। ব্যবস্থাপনার যে তন্ত্র রয়েছে, তার মধ্যে তাকে যুক্ত করবেন না।

মুরুব্বীর কাজ হল তার তরবীয়ত করা। তাকে বোঝান যাতে সে জামাতের ব্যবস্থাপনার অংশ হয়। শাস্তি প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি আমাকে যখন চিঠি লেখে, আমি তখন তাকে সরাসরি কোনও উত্তর দিই না। জামাতের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যখন রিপোর্ট আসে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তখনই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। জামাতের ব্যবস্থাপনার সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে হবে আর তার সংশোধনও করতে হবে।

একজন মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, একটি জামাতের সদস্য অনেক বেশি, আটশ'র বেশি।' হুযুর আনোয়ার বলেন, তরবীয়তের ক্ষেত্রে যদি অসুবিধা দেখা দেয় তবে আপনি আমীর সাহেবকে লিখিত আবেদন জানান, যাতে তিনি দুটি জামাত তৈরী করে দেন।

সবশেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, সারাংশ হল এই যে, আপনারা যারা মুবাল্লিগ, তাদেরকে জামাতের জন্য সব বিষয়ে আদর্শ হতে হবে। ইবাদত, নামায, নৈতিকতা, কথাবার্তা, ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান এবং দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির জ্ঞানও থাকা চায়। অনেক স্থানে আপনারা জামাতের প্রতিনিধি হিসেবে যান, সেক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামাতের প্রত্যেক সদস্য যেন একথা উপলব্ধি করে যে আপনি পক্ষপাতশূন্য। দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ দেখলে তাদেরকে বোঝান। কিন্তু মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কারো ঘরেও চা-পানি খাবেন না।

আমি যা কিছু বলেছি, সেগুলি সব লিখে রাখতে হবে। এছাড়া আপনাদের এই অভ্যাসও গড়ে তোলা উচিত যে, যখন আমার খুতবা শোনেন, তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নোটগুলি লিখে রাখুন এবং পরে সেগুলিকে সংকলন করুন। আমাদের এখানে যুক্তরাজ্যে কিছু মুবাল্লিগ খুতবার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি লিখে রাখেন। এরপর সপ্তাহব্যাপী সেগুলি তাদের দরস দেওয়ার কাজে লাগে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল-ফযল অধ্যয়ন করবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) সেই লোকেদের উদ্দেশে, যারা আল-ফযল পড়েন না, বলেছিলেন,'আমি আল-ফযল পড়ি, আমার জন্য প্রত্যেকটি প্রবন্ধে কোনও না কোনও বিষয় নতুন থাকে। যাদের কাছে আল-ফযল পত্রিকা আসে না, তারা মিশনারী ইনচার্জকে বলুন। অন-লাইন তো পাওয়াই যায়। আল-ফযল পড়লে আপনাদের উর্দু সমৃদ্ধ হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীরুল কুরআন নিয়মিত অধ্যয়ন করুন। এছাড়াও প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে আধ-ঘন্টা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন না কোন পুস্তক অবশ্যই পড়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর আমলা সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত।

মিটিংয়ের প্রারম্ভে হুযুর আনোয়ার দোয়া করেন।

এরপর তিনি কায়েদ আমুমী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মোট কতগুলি মজলিস রয়েছে, প্রতেকের কাছ থেকে কি রিপোর্ট আসে আর আপনি কি সেগুলি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন?

কায়েদ মজলিস সাহেব জানান, যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৭৩টি মজলিস রয়েছে, যেগুলিকে ১৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। সমস্ত মজলিস থেকে রিপোর্ট আসে এবং যথারীতি প্রতিমাসে সেগুলি কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কাজ হোক বা না হোক, শুধু রিপোর্টই সংগ্রহ করেন? কায়েদ সাহেব বলেন, সমস্ত মজলিসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাদের রিপোর্টে সেকথার উল্লেখ থাকে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে কায়েদ তালিমুল কুরআন বলেন, 'হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের আলোকে আমাদের লক্ষ্য হল একশ শতাংশ আনসার যাতে কুরআন তিলাওয়াত করেন। এই রিপোর্টটি অনুসারে ৬২ শতাংশ আনসার নিয়মিত তিলাওয়াত করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'ওয়াকফে আরযি'-ও আপনাদের বিভাগের দায়িত্ব। কতজন আনসার ওয়াকফে আরযি করেছেন? কায়েদ সাহেব জানান, গত বছর মোট ৫২জন আনসার ওয়াকফে আরযি করেছিলেন, আর এবছরের পরিসংখ্যন আমাদের কাছে নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন,আপনারা এদিকে দৃষ্টি দিন, ওয়াকফে আরযির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। এটিও আপনাদের বিভাগের দায়িত্ব।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) কায়েদ তালিমকে জিজ্ঞাসা করেন, চলতি বছরে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আপনাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে? কায়েদ সাহেব বলেন, আমরা এবছরের জন্য 'কিশতিয়ে নূহ' এবং এই পুস্তকে বর্ণিত কুরআনী আয়াতসমূহকে পাঠক্রমে রেখেছিলাম। প্রথমে আমরা এই পুস্তকটি ছয় মাসের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম। কিন্তু পরে কিশতিয়ে নূহ অধ্যয়ন করার বিষয়ে হুযুর আনোয়ারে জুমার খুতবা শোনার পর এটিকে পুরো বছরের জন্য রেখে দিই। হুযুর আনোয়ারে প্রশ্নের উত্তরে কায়েদ সাহেব বলেন, এই মূহূর্তে মোট ১৫৪২জন আনসার পুস্তকটি অধ্যয়ন করছেন, যা প্রায় ৫০ শতাংশ দাঁড়ায়। এই আনসারগণ যথরীতি এর উপর অনলাইন পরীক্ষা দিয়েছেন।

এরপর কায়েদ তরবীয়তকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, এবছর আমাদের দুটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। একটি হল আনসারগণ যেন হুযুরের জুমার খুতবা শোনেন, এবং দ্বিতীয়টি হল তাঁরা যেন ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হন। হুযুর বলেন, আপনি বা-জামাত নামাযের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন না কেন? এদিকেও বিশেষ মনোযোগ দিন।

কায়েদ তরবীয়ত বলেন, জুমার খুতবার বিষয়ে আমাদের অনুমান ছিল যে, কতজন আনসার প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি করে জুমার খুতবা শোনেন?' হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আপনি কেবল একটি খুতবার উপর কেন দৃষ্টি দিচ্ছেন? সমস্ত খুতবার উপর কেন দিচ্ছেন না? ১০০ শতাংশ আনসার যেন খুতবা শোনেন, আর প্রতিটি খুতবা যেন তারা শোনেন। আপনার লক্ষ্যমাত্রা হওয়া উচিত প্রতিটি আনসার যেন নিয়মিত প্রতিটি খুতবা শোনেন।

এবিষয়ে সদর মজলিস আনসারুল্লাহ বলেন, আমরা কেবল এবিষয়টি নিয়ে জরিপ করছিলাম যে, কতজন আনসার মাসে অন্তত একটি খুতবা শুনে বাড়িতে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন জুমার খুতবাকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার অংশ করে নেয় এবং খুতবাকে যথারীতি পরিবারের মধ্যে আলোচনায় আনে।

কায়েদ তরবীয়ত ওসীয়্যতের বিষয়ে বলেন, আমরা মাঝারি মাপের মজলিসগুলিকে তিনজন সদস্যকে এবং বড় মাপের মজলিস গুলিকে পাঁচজন সদস্যকে ওসীয়্যতের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছি।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দেন, ৬৫ উর্দ্ধ আনসারদের ওসীয়্যতের বিষয়ে বলবেন না। জীবনের প্রথমভাগে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বা-জামাত নামাযের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন। আনসারবর্গকে কুরআন করীমের আয়াত, আহাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের বাণী ও নির্দেশের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আবশ্যক করার দৃষ্টি

এর পর ১০ পাতায়

জুমআর খুতবা

আপনারা যারা এখন এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের অধিকাংশ আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে উপনীত। তারা একইসাথে আনসার এবং মুহাজেরও। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকুন যে, আমাদের সম্মুখে যেসব আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছিল সেগুলো আমরা কতটা অনুসরণ করছি এবং মান্য করছি।

"নুয়াইমানের জন্য ভাল ছাড়া কোনও কথা বলো না, কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে ভালবাসে।"

বিচিত্র ভালবাসা ও রসিকতাপূর্ণ বৈঠক বসত, কেবল নিরস মজলিস বসত না।

হযরত নুয়াইমান রসিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নবী করীম (সা.) তাঁর কথা শুনে আমোদিত হতেন।

"আমাদের সঙ্গে একমাত্র সেই ব্যক্তিই যাবে, যে- আমাদের ধর্মের অনুসারী"।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত নুয়াইমান বিন আমর এবং হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ রাজিআল্লাহু আনহুমার পবিত্র জীবনালেখ্য

শ্রদ্ধেয়া রশীদা বেগম সাহেবা (রাবোয়া), মহম্মদ শামসের খান সাহেব (নান্দি,ফিজি) এবং ফাতেমা মহম্মদ মুস্তাফাত (কুর্দিস্তান)-এর মৃত্যু। মরহূমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ১৩ সেপ্টেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৩তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের যে ধারা আমি আরম্ভ করেছি আজও তা-ই বর্ণনা করব। কিন্তু তার পূর্বে আনসারুল্লাহর ইজতেমার প্রেক্ষিতে এটিও বলে দিতে চাই যে, সেসব সাহাবীর মাঝে আনসাররাও ছিলেন এবং মুহাজেররাও ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেন আর শুধু ত্যাগের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেন নি বরং তাকওয়ার উন্নত মান এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতারও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আপনারা যারা এখন এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের অধিকাংশ আনসারুল্লাহর বয়সে উপনীত। তারা একইসাথে আনসার এবং মুহাজেরও। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকুন যে, আমাদের সম্মুখে যেসব আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছিল সেগুলো আমরা কতটা অনুসরণ করছি এবং মান্য করছি।

এই ভূমিকার পর এখন আমি মূল বিষয় আরম্ভ করছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে হযরত নোমান বিন আমর (রা.) এর। তার ঘটনাবলী বর্ণিত হবে এবং স্মৃতিচারণ করা হবে। হযরত নোমান এর নাম নোয়েমানও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নোয়েমান এবং নোমান উভয়টি পাওয়া যায়। তার পিতার নাম ছিল আমর বিন রিফা এবং মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আমর। হযরত নোয়েমান এর সন্তানদের মাঝে মোহাম্মদ, আমের, সাবরা, লুবাবা, কাবশা, মরিয়ম, উম্মে হাবিব, আমাতুল্লাহ্ এবং হাকীমা-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে ইসহাক এর মতে হযরত নোয়েমান আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে সত্তরজন আনসারের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত নোমান বদর, উহুদ, পরিখা এবং অন্য সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, নোয়েমান-এর জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কিছু বলো না, কেননা তিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে ভালোবাসেন। হযরত নোয়েমান এর ইন্তেকাল হযরত আমীর মুয়াবিয়া-র শাসনামলে ৬০ হিজরী সনে হয়েছিল । (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭) (আল কামিলু ফিততারিখ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৫)

হযরত উম্মে সালামা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে বুসরায় যান, যা সিরিয়ার একটি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী শহর, আর মহানবী (সা.) স্বীয় চাচার সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের সময় এই শহরেই অবস্থান করেছিলেন এবং অনুরূপভাবে যখন হযরত খাদিজার মালামাল সিরিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন তখনও এই স্থানেই অবস্থান করেছিলেন, আর সেই সফরে মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত খাদিজার দাস মায়সারাও ছিল। যাহোক হযরত আবু বকর যখন মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের এক বছর পূর্বে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সেখানে যান তখন তার সাথে নোয়েমান এবং সোয়ায়বাত বিন হারমালা-ও সফর করেন আর তারা উভয়েই বদরের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। হযরত আবু বকরের সাথে কৃত এই সফরে হযরত নোয়েমান পাথেয়-এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন। আর এই সফরেরই ঘটনা, যখন তার সঙ্গী হযরত নোয়েমানকে একটি জাতির কাছে রসিকতাচ্ছলে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা আমি হযরত সোয়ায়বাত এর স্মৃতিচারণের সময় পূর্বেও বর্ণনা করেছি। পুনরায় সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ করছি। সোয়ায়বাত, যিনি তার সঙ্গী ছিলেন, তার প্রকৃতিতে রসবোধ ছিল। বরং কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত নোমান এবং হযরত সোয়ায়বাত উভয়েরই পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছিল খুবই অকৃত্রিম ; রসিকতা করতেন এবং তারা রসিক প্রকৃতির ছিলেন। সফরের সময় তিনি নোমানকে বলেন, আমাকে আহার করাও। তিনি উত্তরে বলেন, যতক্ষণ হযরত আবু বকর (রা.) না আসবেন, আমি খাবার দিব না, তিনি তখন বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। তখন সোয়ায়বাত বলেন, যদি তুমি আমাকে খাবার না দাও তাহলে আমি এমন কথা বলব যাতে তুমি রাগান্বিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইত্যবসরে তারা এক জাতির জনবসতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সোয়ায়বাত তাদেরকে বলেন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে একজন দাস ক্রয় করবে? এটি সম্ভবত কয়েকদিন পরের কথা হবে বা সেই সফরে থাকাকালীনই হয়ে থাকবে। যাই হোক সেই জাতিকে হযরত সোয়ায়বাত বলেন, আমার কাছ থেকে একজন দাস ক্রয় করবে কি? সেই জাতি বলল, হ্যাঁ ক্রয় করবো। তখন সোয়ায়বাত তাদেরকে বলেন, সে খুবই বাচাল, সে

একথাই বলতে থাকবে যে, আমি স্বাধীন। সে যখন তোমাদেরকে একথা বলবে যে, তাকে ছেড়ে দাও তখন আবার তোমরা আমার কৃতদাসকে নষ্ট করো না। তারা উত্তরে বলে যে, না, বরং আমরা তাকে তোমার কাছ থেকে ক্রয় করতে চাই। অতঃপর তারা দশটি উষ্ট্রীর বিনিময়ে তাকে ক্রয় করে নেয়। এরপর তারা কৃতদাস বানিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নোয়েমানের কাছে গিয়ে তার গলায় পাগড়ি বা রশি পেচিয়ে দেয়। নোয়েমান তাদেরকে বলেন, এই ব্যক্তি তোমাদের সাথে রসিকতা করছে, আমি তো স্বাধীন, দাস নই। তারা উত্তরে বলে, তোমার ব্যাপারে সে আগেই আমাদের বলে দিয়েছিল। যাহোক তারা তাকে জোরপূর্বক তাদের সাথে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন আসেন এবং মানুষ এ বিষয়ে তাকে অবগত করে তখন তিনি সেই জাতির লোকদের পেছনে পেছনে যান এবং তাদেরকে উট ফিরিয়ে দিয়ে নোমানকে ছাড়িয়ে আনেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে পুরো বৃত্তান্ত বলেন তখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা বিষয়টি খুবই উপভোগ করেন এবং হাসেন আর এক বছর পর্যন্ত এটি একটি কৌতুক হিসাবে তাদের মাঝে আলোচিত হতে থাকে।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদব, হাদীস-৩৭১৯)

কোনও কোনও গ্রন্থে এই ঘটনাটি একটি পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে আর তাহলো, বিক্রেতা হযরত সোয়ায়বাত ছিলেন না বরং হযরত নোয়েমান ছিলেন।

যাহোক উভয়ের সম্পর্কেই এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত নোমান সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, তার স্বভাবে রসিকতা ছিল। যেমন মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বিনোদিত হতেন।

রাবীআ বিন উসমান হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.)-এর সকাশে জনৈক বেদুঈন আসে এবং মসজিদে প্রবেশ করে নিজের উটকে মসজিদ-প্রাঙ্গণে বসিয়ে দেয়। এতে কতিপয় সাহাবী হযরত নোমানকে বলেন, তুমি যদি এই উটটিকে জবাই করতে পার তাহলে আমরা এর মাংস খেতে পারি কেননা মাংস খেতে আমাদের খুবই ইচ্ছে করছে। এটি যেহেতু বেদুঈনের উট, তাই মহানবী (সা.)-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হবে আর তখন রসূলুল্লাহ (সা.) এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথায় প্ররোচিত হয়ে হযরত নোমান এসে সেই উট জবাই করে ফেলেন আর সেই বেদুঈন মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ বাহনের এই অবস্থা দেখে হৈচৈ শুরু করে আর বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার উটকে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ কাজ কে করেছে? মানুষ বলে, নোমান করেছে। একাজ করার পর নোমান সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ছিলেন; যাহোক মহানবী (সা.) তার সন্ধানে বের হন। তিনি হযরত যুবাব বিনতে যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে লুকানো অবস্থায় পান। যেখানে তিনি লুকিয়ে ছিলেন, জনৈক ব্যক্তি সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উচ্চস্বরে বলে, হে আল্লাহর রসূল (সা.) আমি তো তাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। যাহোক তিনি (সা.) তাকে সেখান থেকে বের করে বলেন, তুমি এমন কাজ কেন করেছ? নোমান নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! যারা আপনাকে আমার সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছে যে, আমি এই উট জবাই করেছি তারাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল, তারাই আমাকে বলেছিল আর এটিও বলেছিল যে, মহানবী (সা.) পরবর্তীতে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিবেন, অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করে দিবেন। রসূলুল্লাহ (সা.) একথা শুনে নোমানের চেহারাকে নিজ হাত দিয়ে স্পর্শ করেন এবং মুচকি হাসতে থাকেন। আর তিনি (সা.) উক্ত বেদুঈনকে তার উটের মূল্য পরিশোধ করে দেন।

(উসদুল গাবা ফি মারেফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৩২) (আল ফুকাহাতু ওয়াল মাযাহ, রচয়িতা-যুবের বিন বুকার, পৃ: ২৪-২৫)

যুবায়ের বিন বুকার তার 'আল ফুকা হা ওয়াল মাযাহেব' পুস্তকে হযরত নোমান-এর বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

"মদিনায় যখনই কোন ফেরিওয়ালা প্রবেশ করতো হযরত নোমান তার কাছ থেকে কিছু না কিছু ক্রয় করতেন, অর্থাৎ বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা কোন জিনিস নিয়ে আসলে হযরত নোমান তাদের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ(সা.)-এর জন্য কিছু একটা ক্রয় করতেন, আর সেটা নিয়ে মহানবী (সা.) উপস্থিত হয়ে নিবেদন করতেন যে, আপনার জন্য এটি আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকন। সেই জিনিসের মালিক যখন হযরত নোমানে-র কাছ থেকে উক্ত জিনিসের মূল্য গ্রহণের জন্য আসত, যিনি সেখানে ঘোরাঘুরি করতেন আর (জিনিস ক্রয়ের সময়) বলে দিতেন যে, আমি অমুক জায়গায় থাকি, পরবর্তীতে মূল্য নিয়ে নিও, তারা তাকে চিনতও। যাহোক, বিক্রেতা যখন মূল্য নিতে আসত তখন তিনি তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যেতেন আর নিবেদন করতেন যে, তাকে তার জিনিসের মূল্য পরিশোধ করে দিন। অর্থাৎ আমি যে অমুক জিনিসটি ক্রয় করে আপনাকে দিয়েছিলাম আপনি এর মূল্য পরিশোধ করে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলতেন যে, তুমি কি অমুক জিনিস আমাকে উপঢৌকনস্বরূপ দাও নি? তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আল্লাহর কসম, উক্ত জিনিসের মূল্য পরিশোধের জন্য আমার কাছে কোন অর্থ-কড়ি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যদি তা খাবারের জিনিস হয় তা আপনি আহার করুন, যদি রাখার জিনিস হয় তবে আপনি যেন তা রেখে দেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হাসতে থাকতেন আর সেই জিনিসের মালিক'কে এর মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য আদেশ দিতেন।"

(আল ফুকাহাতু ওয়াল মাযাহ, রচয়িতা-যুবের বিন বুকার, পৃ: ২৭)

অতএব এমন অদ্ভুত প্রেম-ভালোবাসা এবং হাস্যরসের বৈঠক হতো, কেবল নিরস ও শুষ্ক বৈঠক বসতো না।

দ্বিতীয়স্মৃতিচারণ আজকে যার হবে তিনি হলেন, হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)। হযরত খুবায়েব (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম শাখার এর সদস্য ছিলেন। হযরত খুবায়েবে'র নাম অন্য এক ভাষ্য অনুযায়ী হাবিব বিন যুসাফও বর্ণিত হয়েছে। তার পিতার নাম ছিল ইসাফ এবং অন্য এক ভাষ্য মতে ইয়াসাফও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তার দাদার নাম ইতবা ছাড়া ইনাবাহ্ও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লিইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৭) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৫) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮৩)

হযরত খুবায়েবের মায়ের নাম ছিল সালমা বিনতে মাসঊদ। তার সন্তানদের মাঝে একজন ছিলেন আবু কাসির যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, তিনি জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল আব্দুর রহমান, যিনি উম্মে ওয়ালাদ-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এক কন্যা ছিলেন উনায়সা, যিনি যয়নব বিনতে কায়েস-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত খুবায়েব হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিধবা স্ত্রী হুবায়বা বিন তে খারেজা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৫-২৭৬) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

হযরত খুবায়েব নিঃসন্দেহে মদিনায় হিজরতের সময় মুসলিম ছিলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও হিজরতের সময় তিনি মুহাজেরদের আতিথ্য তথা আদর-আপ্যায়নের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মুসলমান ছিলেন না কিন্তু অতিথিদের খুব আদর-আপ্যায়ন ও সেবা-যত্ন করেছেন। হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনান তার ঘরে অবস্থান করেন। অপর এক উক্তি অনুযায়ী হযরত তালহা হযরত আসাদ বিন যুরারা'র ঘরে অবস্থান করেছিলেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লিইবনে হিশাম, পৃ: ৩৩৮)

অনুরূপভাবে অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন তিনি কুবা'র সুনাআ-য় হযরত খুবায়েব-এর ঘরে অবস্থান করেন। সুনাআ একটি জায়গার নাম, যেটি মদিনার পার্শবর্তী উঁচু একটি গ্রামে অবস্থিত যেখানে বনী হারেস বিন খাযরাজ-এর লোকেরা বসবাস করত। কিন্তু অপর এক বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খারেজা বিন যায়েদ-এর ঘরে অবস্থান করেছিলেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লিইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৮)

বদরের যুদ্ধ ছাড়াও উহুদ, খন্দক এবং অন্য সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৬)

এক বর্ণনা অনুযায়ী খুবায়েব মদিনারই বাসিন্দা ছিলেন তথাপি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এমনকী মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

সহীহ মুসলিমে হযরত খুবায়েব-এর ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস এটি, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যখন তিনি হাররাতুল গাবারা নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মদিনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত, তখন সেখানে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর (সা.) সাক্ষাৎ হয়, যার সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা প্রসিদ্ধ ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হন। সাক্ষাতের পর সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, আমি আপনার সাথে যাওয়ার জন্য এবং আপনার সাথে গনিমতের মালে অংশীদার হওয়ার জন্য এসেছি। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? উত্তরে সে বলে যে, না, আমি ঈমান আনবো না, আমি মুসলমান নই। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি ফিরে যাও, কেননা আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। তিনি (রা.) বলেন, সে চলে যায় আর তিনি (সা.) যখন শাজারা নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী যুল হুলায়ফা-র পাশেই অবস্থিত একটি স্থানের নাম, তখন সেই ব্যক্তি পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আর পুনরায় সেভাবেই বলে যেভাবে পূর্বে বলেছিল। মহানবী (সা.) তাকে সেভাবেই বলেন যেভাবে ইতপূর্বে বলেছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। সে পুনরায় ফিরে যায় এবং বায়দা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে যা মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরবর্তী যুল হুলায়ফা এবং শাজারা-র পাশেই অবস্থিত আরেকটি স্থানের নাম। এ দুটি স্থানই কাছাকাছি অবস্থিত। যাহোক, সে পুনরায় সেখানে সাক্ষাৎ করে আর মহানবী (সা.) তাকে সেভাবেই বলেন যেভাবে পূর্বে বলেছিলেন যে, আমরা মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? সে বলে, জ্বী হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেন, তাহলে চল! এখন তুমি আমার সাথে যেতে পার।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-১৮১৭) (আল মুজামুল বালদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪২) (আকমামুল মুয়াল্লিম বেফোয়ায়েদুল মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮১, কিতাবুল হজ্জ, বাব মারাহেলুল মাদীনা)

এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এই রেওয়ায়েতে যে ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন, হযরত খুবায়েব (রা.)।

(আল বাহরুল মুহীতুল সুজাজ ফি শারাহি সহী আল ইমাম মুসলিম, খণ্ড-৩১, পৃ: ৬২০, দার ইবনুল জুযি, রিয়াধ থেকে প্রকাশিত)

হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা নূরুদ্দীন হালবী তার পুস্তক 'সীরাতে হালবিয়া'-য় লিখেন,

"মদিনায় হাবীব বিন ইয়াসাফ নামের এক বলিষ্ঠ বীর পুরুষ ছিল। এটি হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)-এর আরেকটি নাম যা সীরাত গ্রন্থাবলীতে লিখা রয়েছে। যাহোক, তিনি খাযরাজ গোত্রের মানুষ ছিলেন। বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু তিনিও স্বীয় গোত্র খাযরাজের সাথে বিজয় লাভ হলে মালে গনিমত পাওয়ার আশায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তার সাথে আসার কারণে মুসলমানরা খুব আনন্দিত ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেন, আমাদের সাথে শুধু সেই ব্যক্তিই যুদ্ধে যাবে যারা আমাদের ধর্মের অনুসারী। অপর এক রেওয়ায়েতে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, তুমি ফিরে যাও, আমরা মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না। হাবীব বা খুবায়েব (রা.)-কে মহানবী (সা.) দুইবার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় বার তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? সে বলে যে, হ্যাঁ আর ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। এরপর তিনি অতিশয় বীর-বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৪)

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে হযরত খুবায়েব (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি এবং আমার গোত্রের আরেক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে তখন উপস্থিত হই যখন তিনি (সা.) একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তখনও আমরা ইসলাম গ্রহণ করি নি। আমরা নিবেদন করলাম, নিশ্চয় আমাদের এতে লজ্জা হয় যে, আমাদের জাতি যুদ্ধে যাচ্ছে আর আমরা তাতে অংশগ্রহণ করব না। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা দুজন কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? তখন আমরা বললাম, না। এতে মহানবী (সা.) বলেন, নিশ্চয় আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য চাই না। মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হচ্ছে, এটা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে যে আমরা মুশরিকদের কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করব? তিনি অর্থাৎ হযরত খুবায়েব বলেন, তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করি এবং তাঁর (সা.) সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমি সেই যুদ্ধে এক ব্যক্তিকে হত্যা করি এবং সে-ও আমাকে আহত করে। পরবর্তীতে আমি যখন সেই নিহত ব্যক্তির কন্যাকে বিয়ে করি, তখন সে বলত, তুমি সেই ব্যক্তিকে ভুলতে পারবে না যে তোমাকে এই আঘাত দিয়েছে। প্রত্যুত্তরে আমি বলতাম, তুমিও সেই ব্যক্তিকে ভুলতে পারবে না যে তোমার বাবাকে তাড়াতাড়ি নরকে পাঠিয়েছে।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১১, হাদীস-১৫৮৫৫)

বদরের যুদ্ধে হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ মক্কার কুরাইশ নেতা উমাইয়্যা বিন খালফকে হত্যা করেছিলেন, যা সংক্ষেপে নিহত ব্যক্তির নামোল্লেখ করা ছাড়াই মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনাটি। এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা নূরুদ্দীন হালবি তার 'সীরাতুল হালবিয়া' পুস্তকে লিখেন,

"হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ কর্তৃক বর্ণিত যে, বদরের প্রান্তরে উমাইয়্যা বিন খালফের সাথে আমার দেখা হয়। সে অজ্ঞতার যুগে আমার বন্ধু ছিল। উমাইয়্যার সাথে তার পুত্র আলীও ছিল, যে তার বাবার হাত ধরে রেখেছিল। এই আলী সেসব মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মক্কা থেকে মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তখন তাদের আত্মীয়রা তাদের ইসলাম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করে, যাতে তারা সফল হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল; পরবর্তীতে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়, আর এরপর এরা কাফের অবস্থাতেই মারা যায়। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ

(সূরা নিসা: ৯৮) অর্থাৎ নিশ্চয়ই সেসব লোক, যাদেরকে ফিরিশতারা এই অবস্থায় মৃত্যু দেয় যে, তারা নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচারকারী, তারা (ফিরিশতারা) তাদেরকে প্রশ্ন করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা উত্তরে বলে, আমাদেরকে স্বদেশে খুব দুর্বল করে দেওয়া হয়েছিল। যাহোক, তিনি বলেন, এমন লোকদের মধ্যে হারেসা বিন রাবিআ, আবু ক্বায়েস বিন ফাকে, আবু ক্বায়েস বিন ওলিদ, আস বিন উনাব্বে এবং আলী বিন উমাইয়্যা ছিলেন। আল্লামা নূরুদ্দীন হালবী লিখেন, সীরাত হিশামিয়া পুস্তকে লিখা আছে যে, তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন মহানবী (সা.) মক্কায় ছিলেন। আর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষ ও আত্মীয়স্বজনরা মক্কাতেই আটকে দেয় এবং তাদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করে, যার ফলে তারা ফিতনায় নিপতিত হয় আর ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধের সময় তারা তাদের জাতির লোকদের সাথে আসে এবং তারা সবাই সেখানে নিহত হয়। এ প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে, তারা মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পূর্বে স্বীয় ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি, অথচ প্রথমোক্ত রেওয়াতের প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে, তারা মহানবী (সা.) এর মক্কা থেকে হিজরত করার পূর্বেই কুফরীতে ফিরে গিয়েছিল।

যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান বর্ণনা করেনযে, আমার কাছে বেশ কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল যা আমি বহন করছিলাম। তিনি যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করছেন। যখন উমাইয়্যা আমাকে দেখে তখন সে আমাকে আমার অজ্ঞতার যুগের নামে, হে আবদে আমর বলে ডাকে। আমি এর উত্তর দিইনি, কেননা মহানবী (সা.) যখন আমার নাম আব্দুর রহমান রেখেছিলেন তখন বলেছিলেন যে, তুমি কি এই নাম পরিত্যাগ করা পছন্দ করবে যা তোমার বাপ দাদারা রেখেছিল। আমি নিবেদন করি, জ্বী অবশ্যই। উমাইয়্যা বলে, আমি তো রহমানকে চিনিনা। উমাইয়্যা যখন দ্বিতীয়বারে আমাকে আমার নাম আব্দুর রহমান বলে ডাকে তখন আমি উত্তর দিই। যাহোক বাহ্যত মনে হয় উমাইয়্যা যখন তাকে তার পূর্বের নামে ডেকেছিল তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনিই সম্বোধিত, কিন্তু তিনি তার ডাকে সাড়া দেন নি কেননা আহ্বানকারী তাকে একটি প্রতিমার বান্দা বলে ডেকেছিল। একইসাথে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি হয়ত বুঝতেই পারেন নি কাকে ডাকা হয়েছে, কেননা অনেক বছর আগেই তিনি তার সেই নাম পরিত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর উমাইয়্যা যখন তাকে তার বর্তমান নাম ধরে ডাকে তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তাকেই ডাকা হচ্ছে এবং তিনি ডাকে সাড়া দিয়ে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। উমাইয়্যা তখন তাকে বলে, যদি তোমার প্রতি আমার কোন অধিকার থেকে থাকে তাহলে আমি তোমার জন্য সেসব বর্ম থেকে উত্তম যা তোমার কাছে রয়েছে। (বন্ধুত্ব ছিল আর পুরনো বন্ধুত্বের দোহাই দেয়, এটি আসলে

আত্মরক্ষার কৌশল ছিল, কেননা তখন অবস্থা এমন ছিল যে, তারা পরাজিত ছিল), আর বলে, আমার অধিকার রয়েছে আর আমি সেসব বর্ম থেকে উত্তম, তাই তুমি আমার জন্য ব্যবস্থা কর। আমি তাকে বলি যে, ঠিক আছে। এরপর আমি বর্মগুলো নিচে রেখে উমাইয়্যা এবং তার ছেলে আলীর হাত ধরি। উমাইয়া বলে, আজ বদরের দিনে যা ঘটল এমন দিন আমি জীবনে কখনও দেখি নি। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি কে যার বক্ষস্থ বর্মে উট পাখির পালক লাগানো রয়েছে? আমি বললাম, তিনি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব। তখন উমাইয়্যা বলে, এই সবকিছু তার জন্যই হয়েছে, তার জন্যই আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। যাহোক এটি তার নিজস্ব ধারণা ছিল। আরেকটি উক্তি হলো একথাটি উমাইয়্যার পুত্র বলেছিল। যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, এরপর আমি তাদের দুইজনকে নিয়ে হাঁটছিলাম অর্থাৎ তাদের হাত ধরি এবং হাঁটতে আরম্ভ করি। হঠাৎ হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়্যাকে আমার সাথে দেখে ফেলেন। হযরত বেলাল (রা.)-কে ইসলাম ধর্ম থেকে বিমুখ করতে উমাইয়্যা মক্কায় তার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতো। হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়্যাকে দেখতেই বলেন, কাফিরদের নেতা উমাইয়্যা বিন খালফ যে এখানে। এ যদি বেঁচে যায় তবে জেনে রেখ, আমি বাঁচবো না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি বললাম, তুমি আমার বন্দিদের সম্পর্কে এমন কথা বলছো! হযরত বেলাল (রা.) বারবার এটিই বলেন যে, সে যদি বেঁচে যায় তাহলে আমি বাঁচব না আর আমিও তাকে এই উত্তরই দিতে থাকি। এরপর হযরত বেলাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, হে আল্লাহ্‌র আনসারগণ! এ হলো কাফেরদের সর্দার উমাইয়্যা বিন খালফ। খুব জোরে তিনি চিৎকার করেন যে, হে আল্লাহ্‌র আনসারগণ! এ হলো কাফেরদের সর্দার উমাইয়্যা বিন খালফ। যদি সে বেঁচে যায় তাহলে ধরে নাও যে, আমি বাঁচব না; আর তিনি বার বার এ কথা বলেন। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, এটি শুনে আনসাররা দৌড়ে আসে এবং তারা চারিদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। তখন হযরত বেলাল তরবারি উঁচিয়ে উমাইয়্যার পুত্রের উপর আক্রমণ করেন, যার ফলে সে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। উমাইয়্যা এটি দেখে ভীত হয়ে এমন ভয়ংকর চিৎকার করে যেরূপ চিৎকার আমি কখনো শুনিনি। এরপর আনসাররা তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩২-২৩৩)

সহীহ্ বুখারীতে উমাইয়্যার হত্যার ঘটনা এভাবে উল্লিখিত রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফ কে পত্র লিখি যেন সে মক্কায়, যা তখন দারুল হারব (যুদ্ধক্ষেত্র) ছিল, আমার সম্পদ ও পরিবারবর্গের সুরক্ষা করে এবং আমি মদিনায় তার সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তির সুরক্ষা করব। যখন আমি আমার নাম আব্দুর রহমান লিখলাম, তখন উমাইয়্যা বলল, আমি কোন আব্দুর রহমানকে চিনি না। তুমি আমাকে সেই নাম লিখে দাও যা অজ্ঞতার যুগে ছিল। তখন আমি আমার নাম আবদে আমর লিখলাম। যখন সে বদরের যুদ্ধে ছিল তখন তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আমি একটি পাহাড়ের দিকে চলে যাই। অর্থাৎ, সুরক্ষার নিয়্যতে সেদিকে যান যেন শত্রুরা আবার সেদিক থেকে আক্রমণ না করে বসে। কিন্তু বেলাল (রা.) সেখানে কোনওভাবে উমাইয়্যাকে দেখে ফেলেন। অতএব তিনি যান এবং আনসারদের এক সভায় দাঁড়িয়ে বলেন যে, এ হলো উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফ। যদি সে বেঁচে যায় তাহলে আমার ভালো হবে না। তখন বেলালের সাথে আরো কিছু লোক আমাদের পিছু নেয়। আমার ভয় হয় যে, তারা আমাদেরকে ধরে ফেলবে। হয়ত ততক্ষণে সেখানে হযরত আব্দুর রহমান এবং উমাইয়্যার মাঝে কথা হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, তিনি (অর্থাৎ আব্দুর রহমান)বলেন, আমার সন্দেহ হয়, তাই আমি তাদের বলি যে, আমি তোমাদের বন্দি বানাচ্ছি। যদিও আমি উমাইয়্যার পুত্রসহ দুজনকে আটক করি, তথাপি যখন মুসলমান আক্রমণকারীরা হযরত বেলালের সাথে আসে তখন, তিনি বলেন যে, আমি উমাইয়্যার ছেলেকে এই কারণে পিছনে রেখে আসি যেন আক্রমণকারীরা তার সাথেই লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় আর আমরা সামনে চলে যেতে পারি। অতএব তারা তাকে হত্যা করে, অর্থাৎ উমাইয়্যার পুত্রকে তারা হত্যা করে। তিনি বলেন, কিন্তু তারা উমাইয়্যাকে রক্ষা করার আমার এই কৌশল সফল হতে দেয় নি, আর আমাদের পিছু ধাওয়া করে। উমাইয়্যা যেহেতু স্থূলকায় ব্যক্তি ছিল সে ক্ষিপ্রতার সাথে এদিক সেদিক যেতে পারে নি। অবশেষে তারা যখন আমাদেরকে ধরে ফেলে তখন আমি উমাইয়্যাকে বলি, বসে যাও আর সে বসে যায়। আমি নিজেকে তার ওপর ছেড়ে দিই যেন তাকে রক্ষা করতে পারি। তারা আমার নিচ দিয়ে তার শরীরে তরবারি ঢুকিয়ে দেয় এবং তাকে হত্যা করে। তাদের মধ্য থেকে একজন তার তরবারি দিয়ে আমার পা-ও আহত করে দেয়। বর্ণনাকারী ইব্রাহীম বলেন যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ আমাদেরকে নিজ পায়ের পাতার সেই চিহ্ন দেখাতেন যা এই কারণে হয়েছিল।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল ওয়াকালাত, হাদীস-২৩০১)

উমাইয়্যা এবং তার পুত্রকে কে হত্যা করেছে- এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, উমাইয়্যাকে আনসারদের বনু মাযেন গোত্রের এক ব্যক্তি হত্যা করেছিল। কিন্তু ইবনে হিশাম বলেন যে, উমাইয়্যাকে হযরত মুআয বিন আফরা, খারেজা বিন যায়েদ এবং খুবায়েব বিন ইসাফ একত্রে হত্যা করেছিলেন। অর্থাৎ এখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত বেলাল (রা.) তাকে হত্যা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, এই সব সাহাবীই উমাইয়্যার হত্যায় অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর উমাইয়্যার পুত্র আলীকে হযরত বেলাল আক্রমণ করে ধরাশায়ী করেছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের তাকে হত্যা করেছিলেন।

(শারাহ যুরকানি আলা মোয়াহেবুদ দুনিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৬)

কতক ঘটনার প্রতিটি খুটিনাটির সরাসরি সেই সাহাবীর সম্পর্ক থাকে না, এখানে অবশ্য ঘটনার আলোচনাধীন সাহাবীর সাথে সম্পর্ক রয়েছে। যাহোক, আমি এ কারণে উল্লেখ করি যেন আমরা ইতিহাসেরও কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

খুবায়েব বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আমার দাদা হযরত খুবায়েব বদরের যুদ্ধের দিন একটি আঘাত পেয়েছিলেন যার দরুণ তার পাঁজর ভেঙে যায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই স্থানে তাঁর পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন এবং সেটিকে তার নির্ধারিত স্থানে রেখে ঠিক করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে হযরত খুবায়েব হাঁটা আরম্ভ করেন।

অপর এক রেওয়ায়েতে এটি উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত খুবায়েব বলেন, এক যু দ্ধের সময় আমার কাঁধে প্রচণ্ড এক আঘাত লাগে যা আমার পেট পর্যন্ত চলে যায়। এর ফলে আমার হাত ঝুলে পড়ে। তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) সেই স্থানে তাঁর পবিত্র লালা লাগান এবং সেটিকে জোড়া লাগিয়ে দেন, যার ফলশ্রুতিতে তা সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয়ে যায় এবং আমার ক্ষতও ভালো হয়ে যায়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৫২) (আল বাদাইয়াহ ওয়াননাহাইয়াহ লি ইবনে কসীর, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ১৬৬-১৬৭)

মৃত্যু সম্পর্কিত এক উক্তি অনুসারে হযরত খুবায়েব এর মৃত্যু হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল, যখন কিনা অপর বর্ণনানুযায়ী তার মৃত্যু হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৪) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৭৬, দার আহিয়াত তুরাসুল আরাবী, বেরুত লেবানন)

যাহোক আল্লাহ তা'লা এই সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

এখন আমি তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণও করব এবং নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াবো। তাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন মোহতরমা রশীদা বেগম সাহেবা, যিনি রাবওয়া নিবাসী মোকাররম সৈয়্যদ মুহাম্মদ সারোয়ার সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি গত ২৪ আগস্ট তারিখে ৭৪ বছর বয়সে ঐশী তক্দীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন। **'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।'** তার পূর্বপুরুষরা কাশ্মীরের চারকোট হতে হিজরত করে পাকিস্তানে এসেছিল। তার পিতা মোহতরম দ্বীন মুহাম্মদ সাহেব রেলওয়েতে চাকুরীজীবি ছিলেন। তার (মরহুমার) বয়স যখন পাঁচ বছর ছিল তখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

এরপর তার শ্রদ্ধেয়া মা একা-ই অনেক পরিশ্রম এবং কষ্ট করে নিজ সন্তানদের লালনপালন করেন। মরহুমার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে তার দাদা মুকাররম ফতেহ্ মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ক্বাজী মুহাম্মদ আকবর সাহেবের মাধ্যমে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ক্বাজী সাহেব ১৮৯৪ সালে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ-এর নিদর্শন দেখে নিজ এলাকা ও পরিবারের লোকদের বলেছিলেন যে, এই নিদর্শনের মাধ্যমে বোঝা গেল, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। হযরত ক্বাজী মুহাম্মদ আকবর সাহেবের সাথে এই পরিবারের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল এবং আত্মীয়তাও ছিল আর এভাবে তার মাধ্যমে তাদের কাছে আহমদীয়াতের সংবাদও পৌঁছে আর তারা বয়আতও করে। তার এক পুত্র মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব লাইবেরিয়াতে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, আমার মা খুবই নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করতেন আর এ ব্যাপারে অনেক চিন্তিত থাকতেন আর সব সময় জিজ্ঞাসা করতেন যে, আমার চাঁদা আদায় হয়েছে কি না?এছাড়া সন্তানদের তরবিয়তের ব্যাপারেও অনেক সজাগ ছিলেন এবং মনোযোগ দিতেন। বিনা প্রয়োজনে সন্তানদের বাহিরে যেতে দিতেন না যেন সন্তানদের মাঝে বিনা প্রয়োজনে বাইরে ঘোরার অভ্যাস না হয়ে যায় বা বাইরে গিয়ে তারা কোন মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত না হয়। তিনি বলেন,আমাদের ভাইদের যখন আমাদের পিতা শৈশবে মসজিদে গিয়ে বাজামাত নামায পড়তে বলতেন, বিশেষত যখন ফজরের নামাযের জন্য আমাদেরকে জাগাতেন তখন আমাদের মা আমাদেরকে মসজিদে পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মসজিদে না যেতাম তিনি শান্তিতে বসতেন না। খিলাফতের সাথে তার অনেক ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। অনেক মনোযোগ সহকারে খুতবাসমূহ শুনতেন ও সেগুলোর পয়েন্ট নোট করতেন সূক্ষ কথাগুলো বের করে সেগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্তানদের সাথে আলোচনা করতেন।এরপর মরহুমার বড় মেয়ে বলেন, অন্তিম মুহূর্তেও নামাযের প্রতি তার বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং দীর্ঘ নামায পড়েন, কাউকে কিছু বুঝতে দেন নি। নামায পড়ার পরপরই তার শরীর খারাপ হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ও হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক অষ্টমাংশের মূসীয়া ছিলেন।

তার পাঁচ ছেলে ওয়াকেফীনে যিন্দেগী হিসেবে ধর্মসেবার সুযোগ লাভ করছে। দুই ছেলে মুহাম্মদ মুহসিন তাবাসসুম এবং মুহাম্মদ মু'মিন সাহেব মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে রাবওয়াতে সেবা করার সুযোগ লাভ করছেন। দুই ছেলে দাউদ জাফর সাহেব এবং যাকারিয়া সাহেব মুরব্বি সিলসিলা হিসেবে সেবারত আছেন। এক ছেলে আসিফ সাহেব ওয়াকফে নও। তিনি খিলাফত লাইব্রেরীতে কম্পিউটার বিভাগে কাজ করছেন। মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব বর্তমানে লাইবেরিয়াতে কর্মরত আছেন, আমি যেমনটি বলেছি, তিনি মুবাল্লিগ। মায়ের মৃত্যুতে তিনি জানাযাতে যোগ দিতে পারেন নি। তিনি পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন আর বিদেশে নিজ কর্মস্থলে রীতিমত দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন, এমন কোন মনোভাব প্রকাশ করেন নি যে, আমি কাজ করতে পারব না, মোট কথা তিনি যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন; বিশেষ করে এই ছেলেকে, যিনি লাইবেরিয়াতে মুবাল্লিগ সিলসিলা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি মৃত্যুকালে মায়ের সাথে শেষ দেখা করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তার সব সন্তানদের তাদের মায়ের পুণ্যকর্মকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। তাঁদের মায়ের মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ফিজি-র নান্দি জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহতরম মুহাম্মদ শমশের খান সাহেবের। তিনি গত ০৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।**'। তিনি ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালে তার মরহুম পিতার সাথে লাহোরী জামা'ত থেকে বয়আত করে (আহমদীয়া জামা'তে) যোগদান করেছিলেন। পূর্বে তিনি পয়গামী (অর্থাৎ লাহোরী গ্রুপের সদস্য) ছিলেন। ফিজিতে পয়গামী বা লাহোরী গ্রুপের অনেক সদস্য রয়েছে। যাহোক, ১৯৬২ সালে তিনি তার পিতার সাথে বয়আত করে আহমদী হন। ইতিপূর্বে আহমদী ছিলেন না, পরে খিলাফতের হাতে বয়আত করেন। তিনি ফিজি জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহে তিনি দীর্ঘ সময় জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। আহমদীয়া জামা'ত মারো,সোওয়া, নান্দি এবং লাটোকা-য় মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১০ সন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি নান্দি জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। দীর্ঘ সময় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত হিসেবে সেবা করেছেন। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো, কিন্তু সব কাজের ওপর জামা'তী কাজ প্রাধান্য পেত। জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত হওয়া ছাড়াও তিনি লাটোকায় একটি মুসলিম প্রাইমারি স্কুলের ম্যানেজারও ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, খিলাফতের প্রেমিক এবং পরম আনুগত্যশীল মানুষ ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের স্ত্রী রাজিয়া খান সাহেবা এবং এক কন্যা নাদিয়া নাফিসা রয়েছেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো, কুরদিস্তানের মোকাররমা ফাতেমা মুহাম্মদ মুস্তফা সাহেবার বর্তমানে যিনি নরওয়ের অধিবাসীনি । তার মৃত্যু হয়েছিল ১৩ জুন তারিখে, কিন্তু তার ব্যাপারে বৃত্তান্ত বিলম্বে পৌঁছার কারণে দেরিতে জানাযা পড়ানো হচ্ছে। তিনি ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। তিনি ২০১৪ সনে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের মাঝে রয়েছে তিন কন্যা এবং পাঁচ পুত্র, যাদের মধ্যে শুধুমাত্র এক কন্যা মোকাররমা বেরী ফান মুহাম্মদ সাঈদ সাহেবা আহমদী আর বর্তমানে তিনি নরওয়েতে অবস্থান করছেন। এই কন্যা বলেন, আমি ১৯৯৯ সনে নরওয়ে-তে আসি। তখন আমার অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমার মা আমার সহায়তার জন্য কুরদিস্তান থেকে নরওয়ে-তে চলে আসেন। আমার মা যদিও নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তার কুরআন করীমের বহু আয়াত এবং অনেক হাদীস মুখস্থ ছিল। লেখাপড়ার আগ্রহ তার এত বেশি ছিল যে, বয়স ৪০ পার হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেন। তার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল যথাসময়ে নামাজ আদায় করা। অনুরূপভাবে অনেক বেশি রোযা রাখতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন আমি ঐসব লোকদের নামে রোযা রাখি যারা রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না। অন্যদের সাহায্য করার প্রতি তার এত আগ্রহ ছিল যে, ইরাকে কখনো কখনো তিনি পঞ্চাশ মাইল সফর করে সে সকল নারীদের সাথে হাসপাতালে যেতেন যাদের চিকিৎসা করানোর মতো কেউ ছিলনা আর একই সাথে তাদের আর্থিক সহায়তাও করতেন। তিনি বলেন, তার মৃত্যুতে আমি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির বহু লোকের পত্র পেয়েছি। আর বিশেষভাবে পাকিস্তানি আহমদী বোনেরা কেঁদে কেঁদে এই কথা বলেন যে,আমার মা তাদের সাথেনবিশেষ এক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি বলেন, জন্মের পর থেকে আমি মায়ের সাথেই ছিলাম এবং তার উন্নত চরিত্র ও নেক স্বভাব দেখার সুযোগ হয়েছে। কখনো কারো সম্পর্কে হৃদয়ে কোন নেতিবাচক মনোভাব রাখতেন না। বড় বড় অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমাদেরকে শৈশব থেকেই এ নীতি শেখাতেন যে, সর্বদা সত্য বলবে যদিও তা তোমার নিজের বিপক্ষেই হোক না কেন। সেই সাথে আরো বলতেন, যদি তোমার চোখ বা তোমার হাত কোন ভুল করে থাকে তাহলে তোমার মধ্যে নিজের চোখ বা হাতকে অপরাধী আখ্যা দেওয়ার মত সৎসাহসটুকু থাকা উচিত । সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। তার জিহ্বা সর্বদা দোয়ায় সিক্ত থাকত। আল্লাহ্ তা'লা ও মহানবী (সা.)এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি বলেন, হয়ত এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে যুগ মসীহ্র বয়আত করার সৌভাগ্য দান করেছেন।

তার মেয়ে আমাকে লিখেন যে, ২০০৭ সালে হঠাৎ এমটিএ দেখি, এরপর তা হারিয়ে যায়। অনেক সন্ধান করেও কয়েক বছর পর্যন্ত এটি আর খুঁজে পাইনি। অবশেষে তিন বছর পর ২০১০ সালে এক দিন এমটিএ আল-আরাবিয়া পুনরায় খুঁজে পেলে আমি ঘরে চিৎকার করে উঠি এবং মাকে ডেকে বলি যে, চ্যানেলটি পেয়েছি। তিনি বলেন, বিগত তিন বছর ধরে আমি এই চ্যানেলটিরই

শেষাংশ ৯ পাতায়...

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

জামেয়া আহমদীয়া জার্মানী উত্তীর্ণ ছাত্রদের উদ্দেশে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয, তাসমিয়া এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

জামেয়ার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা রয়েছে। জামেয়ার পাঠক্রম ছাড়াও এই বিষয়গুলির সঙ্গে এজন্য পরিচয় করানো হয় বা এগুলি এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলা হয় যাতে মুরুব্বীরা কর্মক্ষেত্রে আসার পর একদিকে যেমন সেই সব বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত থাকে তেমনি সেগুলির গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এর উপর আমল করার চেষ্টাও করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কর্মক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্বাবলী বেড়ে যায়। যদিও জামেয়ায় শিক্ষার্জনকারী একজন ছাত্রের কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, তার ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক মান এবং চাল-চলন, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি অন্যদের থেকে পৃথক হবে এবং ক্রমশঃ সেই মান আরও উন্নত হতে থাকবে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আসার পর আপনাদের কাঁধে বিরাট বড় দায়িত্ব এসে পড়ে। এখন আপনারা আর ছাত্র নন। যদিও মানুষ সারা জীবন ছাত্রই থাকে। (মানুষের শেখার অন্ত নেই) আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করা উচিত। আপনাদের এও দায়িত্ব যে, একদিকে যেমন আহমদীদের তরবীয়ত করবেন অপরদিকে অ-মুসলিমদেরকে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষার বাণী পৌছে দিবেন। এটি একটি বিরাট দায়িত্ব।

তিনি বলেন: যে নযম পড়া হয়েছে সেখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একথাই বলেছেন যে, একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে যা বিরাট দায়িত্বের কাজ। অতএব আপনাদের মধ্যে সব সময় এই দায়িত্ববোধের চেতনা থাকুক এবং ক্রমশঃ এক্ষেত্রে উন্নতি করুন। আহমদী হোক বা অ-আহমদী বা অ-মুসলিম, এখন পৃথিবীর দৃষ্টি আপনাদের উপর পড়বে। আপনাদের মন থেকে সকল প্রকার ভীতি দূর হয়ে যাওয়া উচিত এবং জগতের ভয় দূর করে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক সর্বত্র আপনাদের কাজে আসবে। একজন মুরুব্বী বা মুবাল্লিগ যে যে ধর্মের বাণী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার এবং নিজের চারিত্রিক ও নৈতিক সংশোধনের পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর সংশোধন করে তাদেরকে খোদার নৈকট্য অর্জনকারী করে তোলার অঙ্গীকার করে, খোদা তা'লার সঙ্গে তার সম্পর্ক তদনুরূপ হওয়া বাঞ্ছণীয়।

অতএব একথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়, এই কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সম্পর্ক তৈরী করার জন্য নফল নামায এবং ফরয নামাযের প্রতি অবহেলা ত্যাগ করতে হবে, বরং একাগ্রতার সাথে এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এটি চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমি যখনই প্রশ্ন করি দেখা গেছে যে অধিকাংশ মুরুব্বীদের মধ্যে নফলের বিষয়ে খুবই অলসতা রয়েছে। তাহাজ্জুদে ওঠার ক্ষেত্রে তারা খুবই অলসতা করে। এখানে বিশেষত ইউরোপে গ্রীষ্মকালে রাত ছোট এবং দিন বড় হয়ে থাকে। খুব কম সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এরই মধ্যে আপনাদের নফল পড়ার জন্য ঘুম থেকে ওঠা উচিত। এই নফল নামাযই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং সম্পর্কেরে উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফরয নামায তো প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য আবশ্যক। এবং এটি আহমদী মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে আবশ্যক যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করেছে এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু একজন মুরুব্বীর অঙ্গীকারের গুরুত্ব এর থেকে অনেকাংশে বেশি। অতএব স্মরণ রাখবেন, নফল নামায আদায়ের প্রতি যেন আপনাদের দৃষ্টি থাকে। আবার অনেকে কর্মক্ষেত্রে আসার পরও ফজরের নামাযে অলসতা দেখায়। এই অলসতা এখন দূর করতে হবে। অলসতা দূর হলে তবেই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই যুগে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন যেন তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরী হয়। এটি একটি মহান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষের পরস্পরের অধিকারসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া। যদি অন্তরে খোদাভীতি থাকে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তবেই আপনি তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য যর্থাথভাবে চেষ্টা করতে পারবেন এবং তৌহিদ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। অন্যথায় যদি ইবাদত না থাকে, বরং এর পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের অলসতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে এর অর্থ হল আপনারা তৌহিদ বা একত্ববাদের পরিবর্তে অন্য কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি প্রায়ই জামাতের সদস্যদেরকেও একথা বলে থাকি, কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করলে তবেই আপনারা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করতে পারবেন। ইবদাত ছাড়া আপনাদের জন্য একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর ইবাদত এবং নামাযের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পর কুরআন করীম পড়া এবং গভীর অধ্যায়ন করা, তফসীর পড়া বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। জামেয়া আহমদীয়ায় আপনাদেরকে তফসীর পড়ানো হয়েছে এবং তফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় করানো হয়েছে। বা বলা যেতে পারে হয়তো কিছুটা তফসীর পড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখন এক্ষেত্রে ব্যপকতা সৃষ্টি করতে এবং নিজেদের জ্ঞানভান্ডার আরও সমৃদ্ধ করতে একদিকে আপনাদেরকে নিজেকে কুরআন করীম গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে হবে, অপরদিকে আরও অন্যান্য তফসীরও পড়তে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলি তফসীর আকারে একত্রিত করা হয়েছে। এই তফসীর নিয়মিত অধ্যায়নে রাখা উচিত। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর লেখা প্রায় ৫৪ টি সূরার তফসীর রয়েছে, সেগুলি পড়া উচিত এবং নিজেদের অধ্যায়নের গভীরতা সৃষ্টি করুন। এই বিষয়গুলিই ধর্মের ক্ষেত্রে আপনাদের কাজে আসবে। সব সময় চেষ্টা করবেন যে কোন প্রশ্নের উত্তর কুরআন শরীফ থেকে দেওয়ার। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আপনাদের মধ্যে এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের বিষয়ে সংক্ষেপে বলেছি যেটি চারটি খণ্ডে তফসীর আকারে জামাতের প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যায়ন করাও অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে আধ-ঘন্টা সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন না কোন পুস্তক পড়া উচিত, এর থেকে বেশি সময় দিলে আরও উত্তম। এটি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় সাধারণ জাগতিক শিক্ষা আপনাদের কোন উপকারে আসবে না যা আপনারা বিভিন্ন জায়গায় শিখে এসেছেন, বা ভবিষ্যতেও হয়তো সে বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনারা মানুষকে যুগের মসীহর পুস্তকাদি পড়ার জন্য আহ্বান করে থাকেন, কিন্তু আপনারা নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়বেন, আপনাদের এই আহ্বান করা ফলপ্রসু হবে না। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনি বলেন: আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনারা কর্মক্ষেত্রে যুগ খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। অতএব সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তরবীয়ত এবং তবলীগ উভয়ই এর অন্তর্গত। প্রত্যেকটি কথা উচিত বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্থ এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

খুতবার শেষাংশ...

সন্ধান করছিলাম। এরপর আমি মাকে বললাম, আসুন এবং শুনুন, কেননা এই লোকেরা বলে যে, যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম সেই ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের পিতাও একই কথা বলতেন। তিনি বলেন, আমার মা আমার সাথে এমটিএ দেখা শুরু করেন। কিছু দিন পর আমার মা আমার ভাই-বোনদেরকে এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে এমন কথা বলা হয় যা শুনে মায়ের চেহারার রঙ মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে নিয়মিত এমটিএ দেখতে থাকেন। তিনি বলেন, এরপর তিনি যখন কুর্দিস্তান যান তখন আমার ভাইদের কথা তার অন্তরে প্রভাব ফেলে আর তিনি আমার বিরোধী হয়ে যান। এরপর তিনি যখন আবার আমার কাছে ফিরে আসেন তখন আমাকেও এমটিএ দেখতে বারণ করেন। তিনি বলেন, যাহোক, আমি বয়াত গ্রহণ করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আমার মাকে তারা বলে যে, তোমার মেয়ে কাফের হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তিনি যখন আমার ভাইদের কাছে যেতেন তখন আমার বিরোধী হয়ে যেতেন আর ফিরে আসলে পুনরায় এমটিএ দেখা আরম্ভ করতেন। হযরত মসীহ ম ওউদ (আই.)-এর কাসীদা সমূহ তিনি খুব পছন্দ করতেন। প্রায়শ সেগুলো শুনে কাঁদতে আরম্ভ করতেন। একদিন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি কাসীদা 'ইয়া আইনা ফাইযিল্লাহি ওয়াল ইরফানী' মৃদুকণ্ঠে গাইছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কবিতার লেখককে কি কখনো কাফের বলা যেতে পারে? তিনি অনেক রাগান্বিত হয়ে আমার দিকে তাকান আর বলেন, এমন সীমালঙ্ঘনকারী কে যে তাঁকে কাফের বলবে? তখন আমি বলি, আপনার নিজের সন্তানই তাদের অন্তর্ভুক্ত। এটা শুনে তিনি নীরব হয়ে যান। তখন আমি তাকে অর্থাৎ আমার মাকে বললাম, আপনি আপনার ঈমানী শক্তির জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তাহলে আপনি কার ভয়ে ভীত, খোদার ভয়ে নাকি নিজ সন্তানদের? আমার এই প্রশ্নে তিনি বেশ প্রভাবিত হন, তবে কিছু বলেন নি। সে রাতেই তিনি আমাকে ডেকে বলেন, জামা'তের কেন্দ্রে ফোন করে জানিয়ে দাও যে, আমি বয়আত করতে চাই। তখন আমি তাকে বলি, আপনি পুনরায় ভালো করে চিন্তাভাবনা করে নিন যেন এরপর নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারেন। যাহোক সারারাত তিনি অনেক ভাবেন, দোয়া করেন আর সকালে উঠেই তিনি আমাকে বলেন, আমি বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একইভাবে যখন আমি ২০১৬ সালে সেখানে যাই তখন আমার সাথে সাক্ষতেরও সুযোগ হয়। যুগ খলীফার সাথে তার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হওয়াতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, সবাইকে এ কথা বলতেন। খেলাফতের সাথে তার গভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল।

আল্লাহ্ তা' লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়ার্দ্র হোন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার মেয়েকেও এবং তার সন্তানদেরও ঈমানের দৃঢ়তা দান করুন এবং তার যে সকল সন্তান এখনও আহমদী হয় নি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয় দুয়ার উন্মোচিত করুন এবং মরহুমার দোয়াসমূহ তাদের পক্ষে গৃহীত হোক।(আমীন) ******************

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়দানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামনা-বাসনার শির্‌ক এড়িয়ে চলারও প্রয়োজন আছে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

ইব্রাহিম (আ.) -এর উপর আমাদের সকলের ঈমান আছে। এর ভিত্তিতেও আমরা মিলে মিশে থাকতে পারি।

এখন একমাত্র সমাধান হল একসঙ্গে বসে মানবতার জন্য চিন্তা করা এবং সামাধান সূত্র বের করা।

এম্বেসেডার সাহেব বলেন, তিনি যেরুযালেম, সৌদি আরব এবং ভ্যাটিকান সিটিতে ইব্রাহিমি ধর্মসমূহের একটি সম্মেলনের আয়োজন করতে আগ্রহী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'হায়ফায়' আমাদের জামাত রয়েছে। সেখানে আমাদের মসজিদ ও মিশনও আছে। সেখানে সকলের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে, তারাও সকলে আমাদেরকে সম্মান দেয়। সেটিকেও আপনি স্থান হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শান্তি, ও সহনশীলতা বিকশিত করা। আজ পৃথিবীর এরই সবথেকে বেশি প্রয়োজন।

এম্বেসেডার সাহেব পাকিস্তান গিয়ে রাবোয়া দেখার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন।

হুযুর বলেন, অবশ্যই যান এবং রাবোয়া দেখে আসুন।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেস ম্যান-এর সাক্ষাত

এরপর মার্কিন কংগ্রেস ম্যান জ্যামি রাসকিন হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ কাউন্সিলর ডেভন ওমব্রোস।

কংগ্রেস ম্যান বলেন, তিনি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর ফ্লোর থেকে 'শুকুর ভাই'-এর পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁকে 'Prisoner of conscince' নামে অভিহিত করেছিলেন।

ভদ্রলোক বলেন, হুযুর আনোয়ার ইসলামের একটি শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ শাখার সর্বোচ্চ নেতা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আসলে আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুন কোনও শিক্ষা নয় এটি। আমরা তো কেবল কুরআনের শিক্ষা অনুশীলন করছি মাত্র।

আহমদীদের নির্যাতনের বিষয়ে কংগ্রেস জিজ্ঞাসা করলে হুযুর আনোয়ার বলেন, যুলফিকার আলি ভুট্টু ১৯৭৪ সালে আমাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জগতের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে তদানীন্তন স্বৈরাচারী শাসক জিয়াউল হক আমাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইন তৈরী করে। যার ফলে আহমদীরা তবলীগ করতে পারবে না, নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে পারবে না, ছেলেমেয়েদের নাম ইসলামী নামে রাখতে পারবে না,মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না, আসসালামোআলাইকুম বললে জেল হবে ইত্যাদি।

হুযুর আনোয়ার আব্দুশ শুকুর সাহেব প্রসঙ্গে বলেন, তাঁকে কেবল এই কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যে তিনি আহমদীদের তরবীয়তের জন্য নিজেদের দোকানে কিছু পুস্তক-পুস্তিকা রেখেছিলেন। সন্ত্রাস-দমনকারী সশস্ত্র পুলিস তাঁকে সন্ত্রাসবাদী অভিযোগ দিয়ে গ্রেপ্তার করে। বর্তমানে তিনি জেলে রয়েছেন, তাঁর বয়স ৮২ বছর।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নেই। ইসলাম শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং নিরাপত্তার ধর্ম। সমগ্র বিশ্ব থেকে, বিশেষ করে আফ্রিকা থেকে, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে। প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও পাকিস্তানেও মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে। অনেকে নিজেদেরকে আহমদী হিসেবে প্রকাশ করে না, অন্যথায় তারা কঠোর আইনের আওতায় চলে আসবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের জিহাদ হল সমাজে শান্তি, নিরপত্তা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত হোক। মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তাকে সনাক্ত করুক, তাঁর সৃষ্টির অধিকার রক্ষা করুক এবং সমাজে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হোক। এটিই সেই প্রকৃত জিহাদ,যা ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) এবং তাঁর একনিষ্ঠ সেবক জমাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ ও মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। আজ জামাত আহমদীয়া সর্বত্র এই জিহাদের কাজেই নিয়োজিত। (ক্রমশ:......)

যুগ খলীফার বাণী

প্রকৃত সফলতা লাভ এবং জীবনের স্বার্থকতা পূরণের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা জরুরী।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

আকর্ষণ করুন। প্রত্যেক আনসারের কাছে এই উদ্ধৃতিগুলি পৌঁছনো উচিত, আর তারা যেন সেগুলিকে পড়েও।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে এবিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে যে, মজলিস আমেলার প্রতিটি সদস্য নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে, এর মধ্যে অন্ততঃপক্ষে তিনটি নামায যেন তারা বা-জামাত পড়ে। বিশেষ করে ফযর, মগরিব ও এশা। আমি যুক্তরাজ্যের আনসারদের ইজতেমায় যে ভাষণ দিয়েছিলাম সেটি শুনবেন, আর এটির ইংরেজি অনুবাদ করে প্রত্যেক আনসারের কাছে পৌঁছে দিবেন।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তরবীয়ত কায়েদ নওমোবাইন বলেন, গত তিন বছরের ৪৫ জন নও মোবাঈন আছেন। আমরা তাদেরকে ফ্রি ইসলামিক অন-লাইন কোর্স এবং whyahmadi.org ওয়েবসাইট ব্যবহার করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নওমোবাইনদের নামায জানা থাকা উচিত। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবী সমূহ এবং তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তরবীয়ত কায়েদ সাহেব বলেন, এবছর যে ১১জন নওমোবাইন রয়েছেন, তাদের সঙ্গেও আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে।

কায়েদ তবলীগ নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল আনসাররা যেন নিয়মিত হুযুরের খুতবা শোনেন, তবলীগে অংশগ্রহণ করেন, সম্মিলিতভাবে তবলীগ করেন এবং জলসার সময় অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে আসেন।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে কায়েদ তবলীগ বলেন, মোট ১৬৫জন দায়ি ইলাল্লাহ রয়েছেন। এবছর আনসারদের মাধ্যমে মোট ১১টি বয়আত হয়েছে।

কায়েদ তাহরীকে জদীদ হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, এবছর এখনও পর্যন্ত তাহরীকে জদীদে মোট ১৬৩২ জন আনসার অংশ গ্রহণ করেছেন। আমাদের লক্ষ্য, অন্ততঃপক্ষে নব্বয় শতাংশ আনসারকে এর মধ্যে নিয়ে আসা।

প্রশ্নের উত্তরে কায়েদ সাহেব বলেন, আমরা হুযুর আনোয়ারের খুতবা থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি এবং বুযুর্গদের ঘটনাবলী উল্লেখের মাধ্যমে সদস্যদের চাঁদার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আনসারদেরকে তাহরীকে জাদীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিভিন্ন উপায় সন্ধান করতে হবে, আর প্রতি মাসে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করার চেষ্টা করুন।

আপনি মজলিসগুলিতে নাযিমদেরকে সক্রিয় করুন। এতে আপনি নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রশ্নের উত্তরে ওয়াকফে জাদীদের কায়েদ সাহেব বলেন, গত বছর ২৪৩৫জন আনসার ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এবছর এযাবৎ ১৬০০ জন অংশগ্রহণ করেছেন, যারা চাঁদা পরিশোধ করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখনও পর্যন্ত আপনার পঞ্চাশ শতাংশ লক্ষ্যও অর্জিত হয় নি।' কায়েদ সাহেব বলেন, লোকেরা সাধারণত শেষের দুই মাসে চাঁদা পরিশোধ করে থাকেন। তাই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।' হুযুর জানতে চান, একশ শতাংশ আনসার কেন ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণ করেন না? একশ শতাংশ অংশগ্রহণ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার জানতে চাইলে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র অডিটর সাহেব বলেন, তিনি স্থানীয় জামাতগুলির পরিদর্শনে যান না, আর ত্রৈমাসিক রিপোর্ট নেওয়া হয়। প্রয়োজনে কিছু মজলিসের বিস্তারিত রিপোর্টও চেয়ে পাঠানো হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নিয়মিত মজলিসগুলি পরিদর্শনে গিয়ে সেখানে অডিট করাও অডিটারদের কাজ।

কায়েদ তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার 'তাজনীদ' (সদস্যদের পরিসংখ্যন) কি সঠিক আছে? তাজনীদ পূর্ণ করার জন্য আপনি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? কায়েদ তাজনীদ সাহেব বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হল ১০০ শতাংশ আনসারদের তাজনীদ সম্পূর্ণ রাখা। এর জন্য তাজনীদ ড্রাইভারস-এর আয়োজন করা হয়। মজলিসগুলিকে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে তাজনীদ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন-লাইনেও আনসারদের তাজনীদ আপডেট করা হচ্ছে।

কায়েদ ইসারকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে 'ওয়াটার ফর লাইফ' বা এই ধরণের অন্য কোনও প্রকল্প আরম্ভ করেছেন কি? কায়েদ সাহেব জানান, চলতি বছরে আমরা পাকিস্তানে একটি কুঁয়ো খনন করিয়েছি। আমাদের বাজেট দশ হাজার ডলার। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, এতবড় জামাতে যেখানে অনেক সামর্থবান মানুষও আছেন, সেখানে কেবল একটি কুঁয়োই যথেষ্ট নয়। বরং আপনাদের আরও বড় কোনও প্রকল্প হাতে নেওয়া উচিত। একটি কুঁয়োর ব্যয়ভার একজন ব্যক্তিই বহন করতে পারে।

কায়েদ সাহেব বলেন, এবছর আমাদের পরিকল্পনা ছিল বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত করার। এছাড়াও যে সমস্ত সদস্য সক্রিয় নন, তাদের সঙ্গেও সাক্ষাত করা। হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উচিত আফ্রিকার আদর্শ গ্রামের জন্য ব্যয়ভার বহন করা। যুক্তরাষ্ট্রের মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র পাঁচ হাজার পাউন্ড খরচে বুর্কিনাফাসোয় একট চক্ষু হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে। তাই কোন বড় পরিকল্পনা রাখুন।

কায়েদ ইশায়াতকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তিনটি সাময়িকির মধ্যে একটি পাক্ষিক, একটি ই-নিউজ লেটার এবং 'নাহল' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। 'নাহল' পত্রিকায় বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ই-নিউজ লেটার ৩৩০০ আনসার সদস্যের মধ্যে বিতরিত হয়। ৩৩ শতাংশ আনসার এর পাঠক। হুযুর আনোয়ার বলেন, রিপোর্টের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ নেই। তাই এমন ধরণের বিষয়বস্তু যোগ করুন যেগুলিতে মানুষ আগ্রহ দেখায়। অনুরূপভাবে আনসারদেরকে 'আল-হাকাম' পত্রিকা অধ্যয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী মাল বলেন, গত বছর ২৫০০ জন আনসার চাঁদা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবছর আমাদের লক্ষ্য ২৭০০জন ব্যক্তিকে এর আওতায় আনা। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে কায়েদ মাল বলেন, মাথাপিছু আনসারের গড় চাঁদার পরিমাণ ৩০৩ ডলার। কিন্তু যে সমস্ত আনসার উপার্জন করেন না, তাদেরকে এর বাইরে রাখলে গড় চাঁদা দাঁড়ায় ৪৫৩ ডলার। যাঁদের আয় নেই, তাদের জন্য ন্যুনতম চাঁদা রাখা হয়েছে ৩৬ ডলার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, চাঁদার বিষয়ে নম্রভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, কোনও প্রকার জোর করবেন না। চাঁদার গুরুত্ব তাদেরকে বোঝাতে থাকুন।

আইটির সহায়ক সদর হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাঁর উপর আনসারুল্লাহ্‌র ওয়েবসাইট, রিপোর্টিং, সমীক্ষা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব রয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রতি মাসে কতজন আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করেন। সহায়ক সদর উত্তর দেন, এবিষয়ে তিনি অবগত নন।' হুযুর আনোয়ার বলেন, ' ইদানিং এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ করা খুবই সহজ কাজ। '

এরপর নায়েব সদর (দ্বিতীয় সারির আনসারদের জন্য) বলেন, তাঁর অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও তিনি ন্যাশনাল ইজতেমার মহা-প্রবন্ধকের দায়িত্বেও রয়েছেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনাদের কতজন আনসার শরীরচর্চা করেন? সাইক্লিং করেন? সদর সাহেব উত্তর দেন, ত্রিশ শতাংশ আনসার। কিছু মজলিসে আনসারগণ স্থানীয় ক্লাবের মাধ্যমে সাইক্লিং করে থাকেন।

ওয়াকফাতে নওদের ক্লাস

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। তিলাওয়াত করেন আবিয়া শাকির ওয়ারক এবং এর উর্দু ও ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে সৈয়দা মেহেরুন্নিসা সাবাহাত এবং মাহেরা নাসের মোহর।

এরপর ফায়েকা মাহিম সৈয়দা আঁ হযরত (সা.) নিম্নরূপ হাদীস উপস্থাপন করেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- 'কল্যাণের যুগের পর এমন সময়ও আসবে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং পথ-ভ্রষ্টতার বহুল প্রচলন ও প্রসার ঘটবে। এমন সময় যদি খোদার খলীফাকে পাও, তবে তাঁকে আঁকড়ে ধরবে। তোমাদের দেহ আঁচড়ে দিয়ে সমস্ত সম্পদ কেড়ে নেওয়া হলেও কোনওক্রমেই তাঁকে ছাড়বে না।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল)

এরপর সামরীন শীরায উর্দু'তে 'খিলাফতের কল্যাণ' বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন।

এরপর রওহা ফারিদা এবং আলিয়া সামরীন আহমদ 'খিলাফত আমাদের জীবন-শিরা' শিরোনামে একটি প্রেজেন্টেশন রাখেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার ওয়াকফাতে নওদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন।

প্রশ্ন: স্কুলে গ্রেড ভাল না হলে কি করণীয়? হুযুর বলেন, বেশি পরিশ্রম কর। পরিশ্রম করলে আল্লাহ্ তা'লাও প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন: আমরা সকলেই অবগত আছি যে দেশের প্রতি আমাদেরকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। কিন্তু এখানে এত বেশি সমস্যাবলী রয়েছে, যেগুলি থাকতে

আমরা কিভাবে দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থকতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সমস্যাবলী রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের। আপনাদেরকে দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেই হবে। দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ঈমানের অংশ। যদি আপনাদের মতে রাজনৈতিক নেতারা সৎ না হয়, কিম্বা তারা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করছে, জনগণের প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতা পুরণের বিষয়ে সৎ নন, তবুও আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ হল আপনারা এমন নেতাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন না, সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করবেন না। অপেক্ষা করুন, দোয়া করুন, আর যখন পরবর্তী নির্বাচন হবে, তখন এমন নেতাদের নির্বাচন করবেন যারা দেশ, সমাজ ও মানবতার জন্য কল্যাণকর এবং বিশ্বস্ত হবে।

প্রশ্ন: আমরা জানি ইসলামে 'সারোগেট' করা নিষিদ্ধ। কিন্তু কেউ যদি শূক্রাণু দান করতে চায়, যাতে কেউ নিজেদের পরিবার আরম্ভ করতে পারে, তবে এবিষয়ে ইসলামি শিক্ষা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি কোনও দম্পতির মধ্যে একজনের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব থাকে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসা রয়েছে। যেমন- আইভিএফ, কিম্বা এই ধরণের কৃত্রিম পদ্ধতি যার মাধ্যমে দুর্বল শূক্রাণুকে গর্ভাশয়ে স্থাপন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা হল গর্ভাশয়ে শূক্রাণু স্থাপনের জন্য পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হতে হবে, অন্য কারোর নয়।

প্রশ্ন: আমি স্কুলে পড়েছি যে কেউ যদি শারিরিকভাবে অত্যন্ত অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়ে, তবে তাকে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু দেওয়া যেতে পারে। আমরা প্রশ্ন হল ইসলামে কি এটি বৈধ?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এরা এটিকে 'মার্সি কিলিং' বলে থাকে। ইসলামে এটি বৈধ নয়। ইসলাম বলে, যতক্ষণ তোমার প্রাণ আছে, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, আল্লাহ তোমাকে জীবিত রেখেছেন, কোনও কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিজেকে শেষ করা যাবে না। বিষ, গুলি বা কোনও পদ্ধতিতেই নয়। এটি আত্মহত্যার সামিল।

প্রশ্ন: এ পর্যন্ত আপনি পৃথিবীর যে সমস্ত স্থান দেখেছেন, তার মধ্যে আপনাকে কোন জায়গাটি সব থেকে সুন্দর মনে হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: গোটা পৃথিবীটাই সুন্দর। এটি তো আল্লাহ তা'লার সৃষ্টি।

প্রশ্ন: আমার মেয়ে এখন স্কুলে যায়। সেখানে ক্রিসমাস ও হলোউন-এর অনুষ্ঠান হয়। আমার মেয়েকে কি সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হলোউন তো এমনিতেই একটি অনৈতিক অনুষ্ঠান। আর ক্রিসমাসে কি অনুষ্ঠান হয়? প্রশ্নকর্ত্রী বলেন- পার্টি হয়, যেখানে উপহার বিনিময় হয়। হুযুর বলেন, সেখানে গিয়ে 'ঈসা খোদার পুত্র' এই গান যেন না গায়। আর এমনি সেখানে যেতে হলে যাক। উপহার বিনিময়ই তো হয়ে থাকে, অন্য কিছু নয় তো। আপনিও তার বন্ধুদেরকে ঈদ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত করুন। হলোউন সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এরজন্য কোনওমতেই অনুমতি দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন: কোন বিষয়ের উপর জামাতের সব থেকে বেশি বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন?

হুযুর বলেন, সব থেকে বেশি ডাক্তার এবং শিক্ষকের প্রয়োজন।

প্রশ্ন: জামাত হিসেবে আমরা কিভাবে বাস্তব জগতের সমস্যাবলীকে নির্বিবাদে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারি? জাতি বৈষম্য, পারিবারিক বিবাদ এবং নির্যাতনকে আমাদের স্পষ্টরূপে তুলে ধরা উচিত। আমি অনুভব করছি, জামাতের মধ্যে এই বিষয়গুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয় না, এগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি বলছেন, সচরাচর জামাতের অনুষ্ঠানাদিতে বর্তমান যুগের সমস্যাবলী নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না, আর আমরা কিভাবে এর সমাধান করব? ইসলাম তো জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে। আঁ হযরত (সা.) বিদায় হজ্জের খুতবায় স্পষ্টরূপে বলেছেন, 'কোনও আরব কোনও অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না, কিম্বা কোন অনারব কোনও আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। কাজেই, ইসলামে জাতিভেদের কোনও স্থান নেই। যদি কারোও মনের মধ্যে বিদ্বেষ থাকে, তবে সেটি তার ব্যক্তিগত কর্ম। আপনি কি কখনও আমার কাছ থেকে বা পূর্বের খলীফাগণের বা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে এমন কিছু শুনেছেন যা জাতি বৈষম্যকে উৎসাহ দান করে? আপনি যুগ খলীফার বয়আত করেছেন। কোনও সদর লাজনা, সদর জামাত, সেক্রেটারী বা জামাতের কোনও পদাধিকারী বা জামাতের সংগঠনের বয়আত করেন নি। যদি এদের মধ্যে কেউ এমনটি করে থাকে, তবে সে অন্যায় করছে। এমন বিষয় আমার সামনে এলে আমি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিই। কেউ এমনটি করে থাকলে সেটি তার অজ্ঞানতা, জামাতের শিক্ষা নয়।

কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়লে সেটি তার ব্যক্তিগত পাপ। এটি তো জামাতের শিক্ষা নয়। যদি জামাতের সত্তর শতাংশ মানুষ এমনটি না করে,তবে এর অর্থ এই নয় যে জামাত তাদেরকে নামায না পড়ার উৎসাহ দিচ্ছে। বরং এটি তো তাদের নিজস্ব দুর্বলতা। নিজের দুর্বলতাকে কেউ ইসলাম বা জামাতের শিক্ষা আখ্যায়িত করতে পারে না।

ওয়াকফীনে নওদের ক্লাসে প্রশ্নোত্তরের কিছু অংশ

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ারের এবারের আমেরিকা পরিভ্রমণের নির্যাস কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, সফর শেষে জানাব।

প্রশ্ন: নামায 'কসর' (সংক্ষিপ্ত) হওয়ার শর্ত কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন ও হাদীস মতে, সফর অথবা বিপদাপন্ন অবস্থায় নামায কসর বা সংক্ষিপ্ত করা হয়। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে চোদ্দ দিন পর্যন্ত সফর হলে নামায কসর করা যায়। কোনও স্থানে দুই সপ্তাহের জন্য অবস্থান করলে নামায কসর করুন, কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিক্রম করার পরিকল্পনা থাকলে নামায কসর হবে না।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি জিনিস মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারলে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে ছয় বা সাত দিন কেন ব্যয় করলেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি আমাদের ছয় বা সাত দিন নয়, আল্লাহ্‌র ছয়-সাত দিন। আসলে এগুলি বিভিন্ন ধাপ। এখানে রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি জিনিসকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আপনারা বিবর্তন সম্পর্কে পড়ছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রথম দিনই বুদ্ধি দিতে পারতেন, কিন্তু এরই মাঝে তাঁর প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে।

অনুরূপভাবে কুফফাররা প্রশ্ন করেছিল যে আল্লাহ্ তা'লা এক বারে কেন কুরআন অবতীর্ণ করছেন না? তখন আল্লাহ্ তা'লা বললেন, এর প্রজ্ঞা হল যাতে তোমরা এর শিক্ষাকে সহন করতে পার এবং মনে রাখতে পার। মানুষের বিবর্তন মন্থর গতিতে ধাপে ধাপে ঘটেছে। এভাবেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে জীবন ছিল না। সর্বত্র আগুন ছিল, যা জল দ্বারা ঠান্ডা হয়েছে। এরপর অন্য একটি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এই বিভিন্ন ধাপগুলিকে দিনের সঙ্গে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভৌগলিক দিন নয়,বরং এখানে রূপক ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: হুযুর যখন খলীফা হলেন, তখন তাঁর অনুভুতি কেমন ছিল? আপনি কবে থেকে খলীফা হয়েছেন? হুযুর আনোয়ার কিশোরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বয়স কত? সে উত্তর দেয় এগারো বছর।

তোমার জন্মের চার বছর আগে আমি খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলাম। আর তুমি যে জিজ্ঞাসা করেছ যে কেমন অনুভব করছিলাম? মনে হচ্ছিল অনেক বোঝা বেড়ে গেল।

প্রশ্ন: আমার গত বছর বিয়ে হয়েছে। নবদম্পতির জন্য কোনও উপদেশ দিন। হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমাদের বিবাহ শুভ হোক। তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ হল, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুর্বলতা থাকে। কোনও মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না। স্বামী, স্ত্রী- ছেলে মেয়ে কেউই নয়। তাই পরস্পরের দুর্বলতা দেখলে নিজের মুখ ও চোখ বন্ধ করে নিও। এতে খুব স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটবে।

প্রশ্ন: শৈশবে আপনি বড় হয়ে কি হওয়ার বাসনা রাখতেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আমার যা বাসনা ছিল, তা তো আমি হই নি।

প্রশ্ন: স্বর্ণ-পাত্রে খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ কেন? হুযুর আনোয়ার বলেন, স্বর্ণ প্রদর্শনের সামগ্রী। আল্লাহ্ তা'লা প্রদর্শনমুখিতা পছন্দ করেন না। তুমি সোনার পাত্রে খাবার খাচ্ছ, অথচ গরীব মানুষেরা মাটির পাত্রেও খেতে পায় না। এটি একটি কারণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এভাবে ধন-সম্পদ প্রদর্শন করাকে আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন না। বর্তমান যুগে আমাদের মুসলমান সম্রাটরাও এভাবে প্রদর্শনমুখিতা অবলম্বন করছে। আল্লাহ্ তা'লা এটি অপছন্দ করেন। তিনি আড়ম্বরহীনতা পছন্দ করেন। এর থেকে ভাল গরীবদেরকে অর্থ দান করা, খয়রাত করা। সুদান, সোমালিয়া এবং ইয়েমেনে মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। তাদেরকে এই অর্থ দাও। এটি মানুষের চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য যে একদিকে মানুষ স্বর্ণপাত্রে খাবে আর অন্যদিকে অনাহারে মারা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আড়ম্বরহীনতা পছন্দ করেন। এই কারণেই তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বলেছেন, 'তেরী আজিযানা রাহেঁ উসে পসন্দ আঈঁ' অর্থাৎ তোমার বিনয়পূর্ণ পথ তাঁর পছন্দ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 17 Oct , 2019 Issue No.42

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হয়েছে।' কাজেই আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনয় খুব প্রিয় জিনিস।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর এম্বেসাডার -এর সাক্ষাত

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম-এর এম্বেসাডার স্যাম ব্রাউন ব্যাক সাহেব হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু রিচার্ড সিমনস, অফিসের দুইজন কর্মী সামীর হোসেন এবং হাওয়ার্ড চুয়াঙ্গ।

এম্বেসেডার সাহেব বলেন, আমি একথা জেনে আনন্দিত যে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট হুযুর আনোয়ারকে পূর্ণ Port courtesies দিয়েছে। হুযুর আনোয়ার উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। এই কারণে তিনি যে courtesies পেয়েছেন তা তাঁর মর্যাদানুরূপ।

এরপর তিনি পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতন সম্পর্কে কথা বলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাকিস্তান ও মালেয়েশিয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে আইন তৈরী করা হয়েছে। এখানে আমরা নিজেদের ধর্ম পরিচয় দিতে পারি না। অনুরূপভাবে বাংলাদেশ, ইন্ডোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও আমাদের বিরোধীতা রয়েছে, ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ইসলামি শরীয়তে ধর্মত্যাগের বিষয়ে কোন আইন নেই। যারা এ প্রসঙ্গে বলে যে এর অমুক শাস্তি রয়েছে, সে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী বলে।

হুযুর আনোয়ার আব্দুশ শুকুর সাহেবের কারাগারের শাস্তির প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর বয়স ৮২ বছর। তাঁকে একারণে গ্রেপ্তার করা হয় যে তিনি আহমদীদের তরবীয়তের জন্য নিজের দোকানে কিছু বইপত্র রেখেছিল। সন্ত্রাস দমনকারী সশস্ত্র পুলিস তাঁর দোকানে হানা দিয়ে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগের ধারায় অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করে এবং জেল খাটার শাস্তি দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। মানুষ যা কিছু বিশ্বাস করে তার সম্পর্ক অন্তরের সঙ্গে। অপর কোনও ব্যক্তি কিভাবে একথা বলতে পারে যে তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও দাবিসমূহের উপর তোমাদের ঈমান নেই? অপর কোনও ব্যক্তি একথা বলতে পারে না।

পাকিস্তানে মোল্লাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই, কিন্তু জনসাধারণের উপর অবৈধ কর্তৃত্ব আছে।

১৯৯৯ সালে এই আইনের কারণে আমিও দশ-এগারো দিন কারাগার যাপন করেছি, পাকিস্তার সরকার যা অন্যায়ভাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে তৈরী করেছে।

পাকিস্তানে আহমদীদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে কথা ওঠে। হুযুর বলেন, আমাদের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। আমাদের জন্য তারা এই শর্ত রেখেছে যে প্রথমে নিজেদেরকে অ-মুসলিম হিসেবে পরিচয় দাও, মুসলমানদের মত ধর্মাচার করো না। তবেই তোমাদেরকে ভোটাধিকার দিব।

হুযুর বলেন, সর্বপ্রথম সরকারের উচিত আহমদীদেরকে অবিলম্বে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। ব্লাসফেমি ল' এখনই উঠে না গেলেও, আহমদীদের ভোটাধিকার পাওয়া উচিত।

এম্বেসেডার ব্রাউনব্যাক সাহেব জানতে চান যে, অন্যান্য মুসলমানেরা আহমদীদেরকে এত ঘৃণা করে কেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা ঈমান রাখি, নবী করীম (সা.) শেষ নবী এবং কুরআন শেষ গ্রন্থ। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ আসবেন, যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এই সুন্নী মুসলমানদের বিশ্বাস, মসীহ আকাশে জীবিত আছেন, তিনি আকাশ থেকে আসবেন।

আমাদের দাবি, মসীহ আকাশে জীবিত নেই। তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, আকাশ থেকে কেউ আসবে না। আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, মসীহর আগমণ হলে তিনি নবী উপাধিতে ভূষিত হবেন। অন্যান্য মুসলমানেরা বলে, আঁ হযরত (সা.) শেষ নবী, তাই তাঁর পর আর কোনও নবী আসতে পারে না। কিন্তু তারা একথা বিশ্বাস করে যে মসীহ আকাশ থেকে এলে তিনি নবীই হবেন। আকাশ থেকে আগমণকারী ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি যদি দাবি করে যে খোদা তাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনি নবী, তবে তার কথা ভুল।'

আমাদের দাবি, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে কেউ রোধ করতে পারবে না। তিনি যে কোনও ব্যক্তিকে নবী করে পাঠাতে পারেন। একথা স্পষ্ট যে, নতুন কোনও শরীয়ত আসতে পারে না। নবী করীম (সা.)-এর শরিয়তের অনুসরণে নবী আসতে পারে।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা এই দাবিই করেছেন যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এবং আঁ হযরত (সা.)-এর শরিয়তের অনুসারী। আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আগমণকারী তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই আসবেন, যিনি এসে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তরবারির জিহাদের পরিবর্তে ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির প্রসার করবেন।

মূসা (আ.)-এর মসীহর পদাঙ্ক অনুসরণে তিনি আসবেন। অতএব, আমাদের ধর্মবিশ্বাস হল নবী আসতে পারে, কিন্তু নতুন শরীয়ত নিয়ে নয়। বরং আঁ হযরত (সা.)-এর শরীয়তের অধীনে আসতে পারে।

জামাতে আহমদীয়ার এটিই দাবি যে তিনি মসীহ ও মাহদী, যিনি আঁ হযরত (সা.)-এ অনুসরণে নবীর পদমর্যাদাও রাখেন। আঁ হযরত (সা.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আগমণকারী মসীহ তাঁর উম্মত থেকে এসে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তরবারির জিহাদের পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে শান্তির প্রসার করবেন। মুসীয় মসীহর পদাঙ্ক অনুসরণে আসবেন। কাজেই আমাদের বিশ্বাস, নবী আসতে পারে, কিন্তু নতুন শরীয়ত নিয়ে নয়, বরং আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণে আসতে পারে।

আমরা নাকি নতুন নবীর অনুসারী, এই অজুহাতে আমাদেরকে ইসলামের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সমস্ত ধর্মের অনুসারীরা একজন সংস্কারকের প্রতীক্ষায় আছে। আমাদের বিশ্বাস, সমস্ত নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগে যার আগমণের প্রতিশ্রুতি ছিল, তিনি এসে গেছেন। শেষ যুগে কেবল এক ব্যক্তির আগমণের কথাই ছিল, যিনি সকলকে এক হাতে সমবেত করবেন।

হযরত ঈসা (আ.) যখন দাবি করেছিলেন, তখন বনী ইসরাইল জাতি তাঁকে বলেছিল, 'আপনাকে আমরা কিভাবে মেনে নিব? ধর্মগ্রন্থে তো লেখা আছে মসীহর পূর্বে এলিয়া নবী আসবেন। সেই এলিয়া নবী তো এখনও আসেন নি। তিনি (আ.) উত্তর দিলেন, এখন যিনি এহিয়া আছেন, তিনিই এলিয়া। গ্রহণ করতে চাইলে গ্রহণ কর।

প্রত্যেক ধর্মে কিছু বিষয় ও শিক্ষা বর্ণনা করার সময় রূপক ভাষার প্রয়োগ হয়ে থাকে, যেগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মানুষ হিসেবে আমাদের পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উচিত। সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রে একটি বিষয় সাদৃশ্যপূর্ণ, যার উপর আমাদের ঐক্যবন্ধন সম্ভব। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন- 'এস আমরা একটি অভিন্ন বিষয়ের উপর একত্রিত হই, যা তোমাদের আর আমাদের মাঝে সমান। সেটি হল খোদার সত্তা। আমাদের সকলের খোদা এক ও অভিন্ন। এস আমরা এর উপর ঐক্যবদ্ধ হই। হযরত

শেষাংশ ৯পাতায়...

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir